যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

সচিত্র ও বিশুদ্ধ
পদ্যপাঠ
(প্রথম-ভাগ)

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-বি.এ-পরীক্ষা-পরীক্ষক
কলিকাতা-ভবানীপুর-'আশুতোষ'-কলেজাধ্যাপক
কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি-এ
সম্পাদিত, সংশোধিত ও সংবর্দ্ধিত।

Calcutta:
S. C. AUDDY & CO., BOOKSELLERS & PUBLISHERS
58 & 12, WELLINGTON STREET.

1924.

মূল্য ।০ (চারি) আনা মাত্র।

সূচীপত্র

(১) পৃথিবী।

এই ভূমণ্ডল(১) দেখ কি সুখের স্থান (ক),
সকল-প্রকারে(২) সুখ করিতেছে দান। (ক)
জীবন-ধারণ(৩) কিংবা(৪) আরাম-কারণ(৫)—
যে যে বস্তু আমাদের হয় প্রয়োজন(৬),

(১) ভূমণ্ডল (বি)—পৃথিবী।

(ক) অন্বয়—"এই ভূমণ্ডল...দান।"—এই ভূমণ্ডল কি সুখের স্থান, (তাহা) দেখ। (ইহা) সকল-প্রকারে সুখ দান করিতেছে।

(২) সকল-প্রকারে (ক্রি-বিণ)—সব-রকমে।

(৩) জীবন-ধারণ (বি)—প্রাণ-ধারণ।

(৪) কিংবা (অ)—অথবা।

(৫) আরাম-কারণ—সুখের জন্য।

(৬) প্রয়োজন (বি)--দরকার।

সকলি সুলভ(১) এতে অভাব ত নাই,
যখন যা আবশ্যক(২), সেই দ্রব্য পাই।
নিরন্তর(৩) ভৃত্য-ভাবে বহে সমীরণ (৪),
নিশ্বাস(৫) ফেলিয়া করি জীবন-ধারণ।
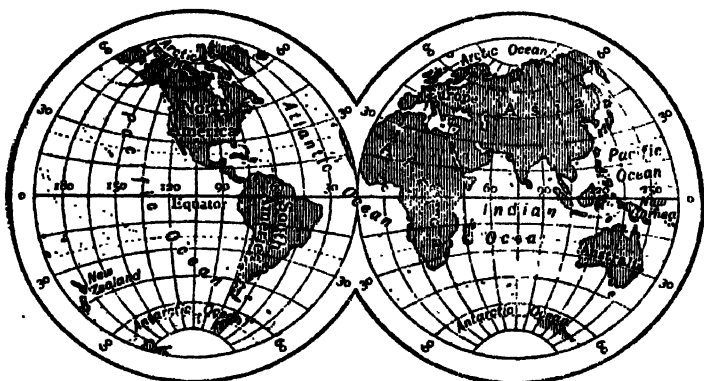
ফল-শস্য-প্রদানে, ওষধি(৬) তরুগণ (ক)
ক্ষুধা-নাশ করি' করে শরীর-পোষণ। (ক)

---

(১) সুলভ (বিণ)—শস্তা ; যাহা সহজে পাওয়া যায়।
(২) আবশ্যক (বিণ)—দরকারী ; প্রয়োজনীয়।
(৩) নিরন্তর (ক্রি-বিণ)—সকল সময়।
(৪) সমীরণ (বি)—বাতাস।
(৫) নিশ্বাস (বি)—নাক দিয়া যে বাতাস ফেলা যায়।
(৬) ওষধি (বি)—ফল পাকিলে যে গাছ মরিয়া যায়।
(ক) অন্বয়—"ফল-শস্য-প্রদানে...শরীর-পোষণ।"—ওষধি তরুগণ ফল-শস্য-প্রদানে ক্ষুধা-নাশ করিয়া শরীর-পোষণ করে।

অসহ্য(১) তৃষ্ণার(২) জ্বালা(৩) করিবারে দূর
নদী-হ্রদ-তড়াগেতে(৪) সলিল(৫) প্রচুর(৬)।
বসনের(৭) তরে তূলা বিতরে কাপাস (৮), (ক)
পশু-লোম-জাত(৯) বস্ত্রে শীত করে নাশ। (ক)
সোণা, লোহা আদি করি' ধাতু আছে যত,
কত দিকে লাগিতেছে ব্যবহারে(১০) কত ;
অস্ত্র বিনা হয় কোন্ কর্ম্ম-সম্পাদন ?
সে অস্ত্রের হইতেছে লোহাতে গঠন ;

(১) অসহ্য (বিণ)—যাহা সহ্য করা যায় না।
(২) তৃষ্ণার (বি)—পিপাসার।
(৩) জ্বালা (বি)—কষ্ট, যন্ত্রণা।
(৪) তড়াগ (বি)—বৃহৎ, গভীর জলাশয়।
(৫) সলিল (বি)—জল।
(৬) প্রচুর (বিণ)—অনেক, বহু।
(৭) বসনের (বি)—কাপড়ের।
(৮) কাপাস (বি)—কার্পাস গাছ। এই গাছ হইতে তূলা জন্মে।

(ক) অন্বয়—"বসনের ..নাশ" কাপাস বসনের তরে তূলা বিতরণ করে ; পশু-লোম-জাত বস্ত্রে শীত নাশ করে। ভাবার্থ—মানুষ কাপাস-গাছের তূলা দ্বারা কাপড় তৈয়ারী করিয়া ইহা পরিয়া থাকে ; এবং পশুর লোম হইতে কাপড় তৈয়ারী করিয়া শীত-নিবারণ করিয়া থাকে।

(৯) পশু-লোম-জাত (বিণ)—জন্তুর লোম হইতে তৈয়ারী।
(১০) ব্যবহারে (বি)—কাজে, দরকারে।

সুকুমারী(১) কামিনীর(২) শরীর-শোভন(৩)
সুবর্ণের(৪) অলঙ্কার(৫) সুন্দর কেমন !
আর যত ধাতু(৬),—কত করিব বর্ণন,
সকলেই আমাদের সাধে(৭) প্রয়োজন(৮)।
রোদ, বৃষ্টি, হিম হ'তে বাঁচাইতে কায়(৯) (ক)
কেমন সুন্দর বল র'য়েছে উপায়। (ক)
খড়, খুঁটি, চূণ, কাঠ, ইষ্টক(১০), প্রস্তর(১১),—
এই সব উপাদানে(১২) বিরচিয়া(১৩) ঘর,

---

(১) সুকুমারী (বিণ)—সুকোমলা ও সুন্দরী।

(২) কামিনীর (বি)—নারীর, স্ত্রীলোকের।

(৩) শরীর-শোভন (বিণ)—যাহা শরীরকে দেখিতে সুন্দর করে।

(৪) সুবর্ণের (বি)—সোণার।

(৫) অলঙ্কার (বি)—গহনা।

(৬) ধাতু (বি)—সোণা, রূপা, লোহা প্রভৃতিকে বলে।

(৭) সাধে (ক্রি)—সাধন করে।

(৮) প্রয়োজন (বি)—দরকার।

(৯) কায় (বি)—শরীর।

(ক) অন্বয়—"রোদ...উপায়" :—রোদ, বৃষ্টি, হিম হইতে কায় বাঁচাইতে কেমন সুন্দর উপায় রহিয়াছে।

(১০) ইষ্টক (বি)—ইট। (১১) প্রস্তর (বি)—পাথর।

(১২) উপাদানে (বি)—উপকরণে, জিনিষে।

(১৩) বিরচিয়া (অস, ক্রি)—বিরচন করিয়া, তৈয়ারী করিয়া

স্নেহময়ী(১) জননী(২) জনক(৩) পূজ্য-পদ(৪)
সহোদর(৫) সহোদরা(৬) সৌহার্দ্দ্য-আস্পদ(৭)—
সবে পরিজন(৮) মিলে থাকি এক ঠাঁই,
কেমন সুখেতে তাহে জীবন কাটাই !
জান কি হে শিশু ! তুমি প্রসাদে(৯) কাহার
সতত(১০) সম্ভোগ কর সুখ এ প্রকার ?
কোন্ জন—অদ্বিতীয়(১১) পুরুষ-প্রধান(১২)—(ক)
সৃজিল(১৩) এ 'ভূমণ্ডল সুখময়(১৪) স্থান ? (ক)

---

(১) স্নেহময়ী (বিণ)—যাঁহার খুব স্নেহ অর্থাৎ ভালবাসা আছে।
(২) জননী (বি)—মাতা। (৩) জনক (বি)—পিতা।
(৪) পূজ্যপদ (বিণ)—পূজনীয়।
(৫) সহোদর (বি)—এক মায়ের পেটের ভাই।
(৬) সহোদরা (বি)—এক মায়ের পেটের ভগিনী।
(৭) সৌহার্দ্দ্য-আস্পদ (বি)—ভাল-বাসার পাত্র।
(৮) পরিজন (বি)—পরিবার।
(৯) প্রসাদে (বি)—অনুগ্রহে।
(১০) সতত (ক্রি-বিণ)—সর্ব্বদা, সকল সময়।
(১১) অদ্বিতীয় (বিণ)—যাহার সমান আর কেহ নাই।
(১২) পুরুষ-প্রধান (বিণ)—সকল লোকের মধ্যে বড়।
(ক) অন্বয়—"কোন্ জন·· স্থান"—অদ্বিতীয় পুরুষ-প্রধান কোন্ জন ভূমণ্ডল সুখময় স্থান (করিয়া) সৃষ্টি করিল ?
(১৩) সৃজিল (ক্রি)—সৃষ্টি করিল।
(১৪) সুখময় (বিণ)—সুখে ভরা।

ঈশ্বর(১) তাঁহার নাম, দয়ার সাগর,
কেবল মঙ্গল-কার্য্যে(২) রত(৩) নিরন্তর(৪)।
এমন করুণা-সিন্ধু(৫) ঈশ্বরের প্রতি (ক)
উচিত সতত স্থির থাকে তব মতি ; (ক)
তাঁর প্রিয় কার্য্য যত কর সম্পাদন,
কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের(৬) এই সুলক্ষণ(৭)।

তরে, করহ, সাধে শব্দগুলি কেবল পদ্যে ব্যবহার্য্য। ধাতু সকল অস্ত্র ও অলঙ্কার ব্যতীত, তৈজস, ভেষজ এবং অন্যবিধ প্রয়োজনীয় কর্ম্মে ব্যবহৃত হয়,—এই বিষয়গুলি শিক্ষক মহাশয় বালক-গণকে সবিস্তর বুঝাইয়া দিবেন।

(১) ঈশ্বর (বি)—ভগবান্।

(২) মঙ্গল-কার্য্যে (বি)—ভাল কাজে।

(৩) রত (বিণ)—নিযুক্ত।

(৪) নিরন্তর (ক্রি-বিণ)—সর্ব্বদা।

(৫) করুণা-সিন্ধু (বি)—করুণার (দয়ার) সিন্ধু (সাগর); অত্যন্ত দয়ালু।

(ক) অন্বয়—"এমন করুণা-সিন্ধু···মতি"—এমন করুণা-সিন্ধু ঈশ্বরের প্রতি তব মতি স্থির থাকে, (ইহা) উচিত। ভাবার্থ—ঈশ্বর অত্যন্ত দয়ালু। তিনি তোমাকে যে কাজ করিতে বলিয়াছেন, তাহা তোমার অবশ্যই করা উচিত।

(৬) কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের (বি)—কেহ কোন উপকার করিলে সেই উপকার মনে রাখাকে 'কৃতজ্ঞতা' বলে। কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের—কৃতজ্ঞতা দেখাইবার। (৭) সুলক্ষণ (বি)—ভাল উপায়।

কোন্ জন—অদ্বিতীয় পুরুষ-প্রধান—
সৃজিল এ ভূমণ্ডল সুখময় স্থান?

ইহা গদ্যে লিখিত হইলে এইরূপ হইবে:—

কোন্ অদ্বিতীয় পুরুষ-প্রধান এই পৃথিবীকে সুখময় স্থান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন?

প্রশ্নাবলী।

(১) পৃথিবী।

১। বানান কর ও অর্থ বল:—

আরাম-কারণ, সুলভ, ওষধি, তড়াগ, সুকুমারী, সৌহার্দ্দ্য-আস্পদ, নিরন্তর, কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ, সুলক্ষণ।

২। অন্বয় কর ও অর্থ বল:—

(ক) এই ভূমণ্ডল.....করিতেছে দান।

(খ) ফল-শস্য-প্রদানে......শরীর-পোষণ।

(গ) রোদ, বৃষ্টি, হিম হ'তে......র'য়েছে উপায়।

(ঘ) কোন্ জন......সুখময় স্থান।

(ঙ) এমন করুণা-সিন্ধু......তব মতি।

(চ) বসনের তরে......শীত করে নাশ।

৩। নিম্ন-লিখিত শব্দগুলি বিশেষ্য কি বিশেষণ, তাহা বল:—
তৃষ্ণা, অসহ্য, প্রচুর, আবশ্যক, সলিল।

৪। এই ভূমণ্ডল কে সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা বল।

৫। পৃথিবীতে তোমরা কি কি সুখ পাইতেছ?

(২) পরিশ্রম।

রজনীর(১) অন্ধকার হইলে বিগত(২)
স্বকার্য্য(৩) সাধিতে মন মধুমক্ষি(৪) সচেতন(৫)
পুষ্প-মধু-আহরণে(৬) রত।
গুন্ গুন্ রব(৭) তুলে উড়ে বসে নানা ফুলে,
পরিশ্রমে(৮) কাতর(৯) না হয়,
শ্রম-দক্ষ(১০) দৃঢ়-মতি(১১) সুচতুর(১২) মক্ষি অতি,
বৃথা(১৩) নষ্ট করে না সময়।
তুমি তবে বৃথা কেন কাটাও সময় ?

(১) রজনীর (বি)—রাত্রির।
(২) বিগত (বিণ)—অতীত।
(৩) স্বকার্য্য (বি)—আপনার কাজ।
(৪) মধুমক্ষি (বি)—মৌমাছি।
(৫) সচেতন (বিণ)—জাগরিত।
(৬) পুষ্প-মধু-আহরণে (বি)—ফুলের মধু সঞ্চয় করিতে।
(৭) রব (বি)—শব্দ।
(৮) পরিশ্রমে (বি)—মেহনতে।
(৯) কাতর (বিণ)—অস্থির, ব্যাকুল।
(১০) শ্রম-দক্ষ (বিণ)—পরিশ্রমে পটু।
(১১) দৃঢ়-মতি (বিণ)—যার মন খুব স্থির।
(১২) সুচতুর (বিণ)—খুব চালাক্।
(১৩) বৃথা (অব্য)—শুধু শুধু, বাজে কাজে।

পাঠে করি' অবহেলা(১) নিয়ত(২) করিলে খেলা,
হবে বল কিবা ফলোদয়(৩) ?
মক্ষিকা সামান্য(৪) প্রাণী, কিন্তু তারে শ্রেষ্ঠ(৫) মানি
উপদেশ(৬) লও পরিশ্রমে,—
কর্ম্মের(৭) সময় যাহা ক্ষণ-মাত্র(৮) বৃথা তাহা
যেন নাহি যায় কোন-ক্রমে(৯)।

প্রশ্নাবলী।

(২) পরিশ্রম।

১। বানান কর ও অর্থ বল :—

পুষ্প-মধু, শ্রম-দক্ষ, ফলোদয়, নিরত, ক্ষণমাত্র, কোন-ক্রমে।

২। অন্বয় কর ও অর্থ বল :—

(ক) তুমি তবে......হবে বল কিবা ফলোদয় ?

---

(১) অবহেলা (বি)—অযত্ন।
(২) নিয়ত (ক্রি-বিণ)—সর্ব্বদা।
(৩) ফলোদয় (বি)—ফল-লাভ, উপকার।
(৪) সামান্য (বিণ)—তুচ্ছ।
(৫) শ্রেষ্ঠ (বিণ)—বড়।
(৬) উপদেশ (বি)—শিক্ষা।
(৭) কর্ম্মের (বি)—কাজের।
(৮) ক্ষণমাত্র (বিণ)—কিছুমাত্র সময়।
(৯) কোন-ক্রমে (ক্রি-বিণ)—কোন-রূপে।

(খ) কর্ম্মের সময় যাহা……নাহি যায় কোন-ক্রমে।

৩। ইহাদের কোন্‌টী বিশেষ্য ও কোন্‌টী বিশেষণ তাহা বল :—দৃঢ়মতি, উপদেশ, নষ্ট, কাতর, অবহেলা।

৪। মধু-মক্ষিকার নিকট হইতে কি কি উপদেশ লাভ করা যায়, তাহা বল।

(৩) সময় অমূল্য।

ধন-বিনিময়ে(১) লোক কত দ্রব্য(২) পায়,
আছে মহামূল্য(৩) যত সামগ্রী(৪) ধরায়(৫)—
ধন দিলে কি না মিলে ? হ'য়ে ধনেশ্বর(৬)
গোলকুণ্ডা-প্রদেশের(৭) হীরক-আকর(৮)।
পারস্য-সাগরে(৯) মুক্তা-শুক্তি(১০) সমুদয়(১১)
ইচ্ছা হ'লে টাকা দিয়া কর তুমি ক্রয়(১২)।

(১) ধন-বিনিময়ে (বি)—টাকা-পয়সার বদলে।

(২) দ্রব্য (বি)—জিনিষ।

(৩) মহামূল্য (বিণ)—মহৎ (বেশী) মূল্য (দাম) যাহার ; খুব দামী

(৪) সামগ্রী (বি) - জিনিষ। (৫) ধরায় (বি —পৃথিবীতে।

(৬) ধনেশ্বর (বি)—যাহার অনেক টাকা আছে।

(৭) গোলকুণ্ডা-প্রদেশের (বি)– গোলকুণ্ডা-নামক স্থানের।

(৮) হীরক-আকর (বি)—হীরার খনি।

(৯) পারস্য-সাগর (বি)—একটী সমুদ্রের নাম।

(১০) মুক্তা শুক্তি (বি ;—যে ঝিনুকের মধ্যে মুক্তা থাকে।

(১১) সমুদয় (বি)—সমূহ। (১২) ক্রয় (বি)—কেনা।

সময় হইলে গত কিন্তু একবার, (ক)
পারে কি কিনিতে কেহ ক্ষণমাত্র তার ? (ক)
রাশি রাশি ধন দাও, অমূল্য সময়
একবার গেলে আর আসিবার নয়।
নিতান্ত(১) নির্বোধ(২) যেই, শুধু সেই জন
অমূল্য(৩) সময় করে বৃথায় যাপন।

প্রশ্নাবলী।

(৩) সময় অমূল্য।

১। বানান কর ও অর্থ বল :—

ধন-বিনিময়ে, সামগ্রী, মুক্তা-শুক্তি, নির্বোধ, অমূল্য।

২। অন্বয় কর ও অর্থ বল :—

(ক) ধন-বিনিময়ে লোক......সামগ্রী ধরায়।

(খ) পারস্ত-সাগরে......তার !

(ক) অন্বয়—"সময় হইলে · তার"—কিন্তু সময় একবার গত হইলে কেহ কি তাহার ক্ষণমাত্র কিনিতে পারে ? ভাবার্থ—যে সময় একবার চলিয়া যায়, অসংখ্য টাকা দিলেও তাহাকে আর ফিরিয়া আনা যায় না।

(১) নিতান্ত (বিণ)—খুব বেশী।

(২) নির্বোধ (বিণ)—যাহার বুদ্ধি নাই ; বোকা।

(৩) অমূল্য (বিণ)—মূল্য দিয়া যাহাকে কেনা যায় না।

৩। নিম্ন-লিখিত শব্দ গুলির মধ্যে কোন্‌টী বিশেষ্য ও কোন্‌টী বিশেষণ, তাহা বল:—অমূল্য, ক্রয়, নিতান্ত, নির্ব্বোধ, যাপন।

৪। সময়কে অমূল্য বলা হইল কেন?

(৪) বিদ্যা।

মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জ্জন(১),
সকল ধনের সার(২) বিদ্যা মহাধন।
এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে,
যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।
জ্ঞানের প্রদীপ(৩) মনে নাহি জ্বলে যার, (ক)
কখন ঘোচে না তার ভ্রম-অন্ধকার। (ক)
রীতিমত শিক্ষা করি' যে হয় পণ্ডিত,
বহু-বিধ-গুণে তার মানস(৪) মণ্ডিত(৫)।

(১) উপার্জ্জন (বি)—লাভ, সঞ্চয়।

(২) সার (বি)—সকল জিনিষের মধ্যে যাহা ভাল।

(৩) প্রদীপ (বি)—বাতি, আলোক।

(ক) ভাবার্থ:—"জ্ঞানের প্রদীপ...অন্ধকার"—জ্ঞানের আলোক যার মনে জ্বলে না, তার মন হইতে ভুলরূপ অন্ধকার দূর হয় না, অর্থাৎ যাহার জ্ঞান নাই, তাহার ভুল যায় না।

(৪) মানস (বি)—মন।

(৫) মণ্ডিত (বিণ)—অলঙ্কৃত।

বিদ্যা-বলে নরগণ সবার প্রধান, (ক)
বিদ্যা-হীন(১) ব্যক্তি হয় পশুর সমান। (ক)
নরের প্রকৃত বল(২) বিদ্যা শুভকরী(৩),
যার প্রভাবেতে(৪) জলে কলে চলে তরী(৫);
না মানে উজান(৬) ভাঁটি(৭), নাহি কোন দায়(৮),
পবন-সমান-বেগে(৯) অতি দ্রুত(১০) ধায়।
দিগ্-দরশন-যন্ত্র(১১), বায়ু-গতি(১২) আর,
করিয়াছে মানুষের কত উপকার;

(ক) ভাবার্থ :—"বিদ্যাবলে…সমান"—যে ব্যক্তি বিদ্বান্, সে অপর সকল মানুষের অপেক্ষা বড় হয়; আর যে ব্যক্তি মূর্খ, সে পশুর মত।

(১) বিদ্যা-হীন (বিণ)—যাহার বিদ্যা নাই সে; মূর্খ।

(২) বল (বি)—জোর; শক্তি।

(৩) শুভকরী (বিণ)—যাহা মঙ্গল করে; মঙ্গল-জনক।

(৪) প্রভাবেতে (বি)—শক্তিতে।

(৫) তরী (বি)—নৌকা; জাহাজ।

(৬) উজান (বি)—জোয়ার।

(৭) ভাঁটি (বি)—ভাটা।

(৮) দায় (বি)— বিপদ্।

(৯) পবন-সমান-বেগে (ক্রি-বিণ)—বাতাসের মত জোরে।

(১০) দ্রুত (ক্রি-বিণ)—তাড়াতাড়ি।

(১১) দিগ্-দরশন-যন্ত্র (বি)—যে কলের দ্বারা সমুদ্রে দিক্ ঠিক করা যায়; ইহার ইংরাজী নাম 'কম্পাস্'।

(১২) বায়ু-গতি (বি)—বাতাসের বেগ।
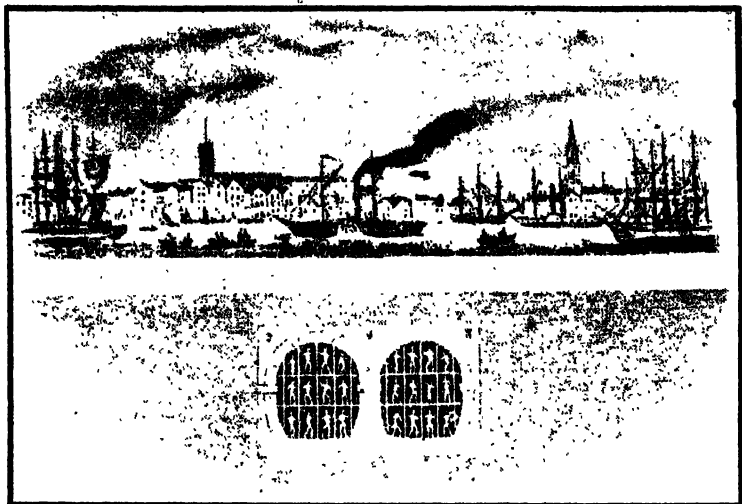
অনায়াসে(১) দুস্তর(২) সাগর(৩) হ'য়ে পার,
বণিক্(৪) জাহাজে চড়ি' করিছে ব্যাপার(৫) ;
নূতন নূতন দেখে এ দেশ ও দেশ,
তাহে ঘটিতেছে কত কল্যাণ(৬) অশেষ(৭)।

(১) অনায়াসে (ক্রি-বিণ) —অক্লেশে, বিনা কষ্টে।
(২) দুস্তর (বিণ)—সহজে যাহার পারে যাওয়া যায় না।
(৩) সাগর (বি)—সমুদ্র।
(৪) বণিক্ (বি)—যে বাণিজ্য করে, ব্যবসায়ী।
(৫) ব্যাপার (বি)—বাণিজ্য।
(৬) কল্যাণ (বি)—মঙ্গল, উপকার।
(৭) অশেষ (বিণ)—অনন্ত, অনেক।

কেবল জাহাজ নাহি কলে যায় চ'লে,
সূতা-বস্ত্র-গ্রন্থ-আদি সব হয় কলে।
বিদ্যাবলে শিল্পযন্ত্র সৃজিয়াছে(১) কারু(২),
সমস্তই চমৎকারী(৩) সাতিশয় চারু(৪)।
দেখ না বিলাতে গিয়া, জলের ভিতর (ক)
কিরূপ র'য়েছে এক সেতু(৫) মনোহর(৬)! * (ক)
উপরে জাহাজ চলে, নীচে চলে নর(৭); (খ)
অপরূপ(৮) আর কিবা আছে এর পর(৯)! (খ)

---

(১) সৃজিয়াছে (ক্রি)—সৃষ্টি করিয়াছে।

(২) কারু (বি)—যে শিল্প-কার্য্য করে; কারিকর।

(৩) চমৎকারী (বিণ)—বিস্ময়-জনক; অত্যন্ত মনোহর।

(৪) চারু (বিণ)—সুন্দর।

(ক) অর্থ:—"দেখ না ‥ মনোহর"—ইংলণ্ডে টেমস্-নামক একটী বড় নদী আছে। সেই নদীর নিম্ন-ভাগে মাটীর উপরি একটী সুন্দর সুড়ঙ্গ তৈয়ার করা হইয়াছে। সেই সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া রেলগাড়ী যাতায়াত করে। (৫) সেতু (বি)—সাঁকো; পুল।

(৬) মনোহর (বিণ)—সুন্দর।

* টেম্স নদীর তলে সুড়ঙ্গ। (৭) নর (বি)—মানুষ।

(খ) অর্থ—"উপরে জাহাজ......পর":—টেম্স্-নদীর উপর দিয়া জাহাজ চলে, আর নিম্ন-ভাগে সুড়ঙ্গ দিয়া মানুষ যাতায়াত করে। ইহা অত্যন্ত অদ্ভুত বস্তু। পৃথিবীর সাতটী আশ্চর্য্য বস্তুর মধ্যে এই সুড়ঙ্গও একটী। (৮) অপরূপ (বিণ)—অদ্ভুত।

(৯) এর পর—ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ।
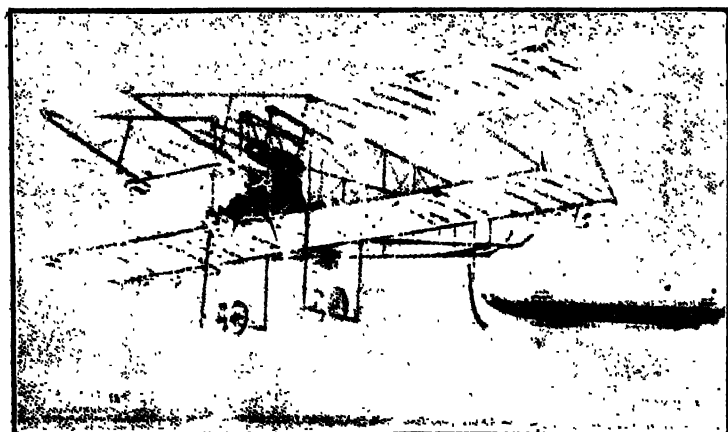
মানবের(১) সাধ্য(২) সব বিদ্যার কৃপায়,
পাখা নাই তবু উঠি' শূন্য-পথে(৩) যায়। (ক)
স্থির-নেত্রে ধীরমনে যে দেখিবে ঘড়ি,
সে বলিবে ঠিক যেন ঈশ্বরের খড়ি(৪)।
প্রাণীর(৫) সহিত ঠিক তুলনা তাহার,
বিকল(৬) হইলে কাঁটা চলে নাকো আর;

---

(১) মানবের (বি)—মানুষের।

(২) সাধ্য (বিণ)—সাধন করিবার যোগ্য।

(৩) শূন্য-পথে (বি)—আকাশ দিয়া।

(ক) অর্থ—"পাখা নাই……যায়" :—বেলুন, এয়ারোপ্লেন প্রভৃতির পাখা নাই; তবু তাহারা আকাশ দিয়া চলিতে পারে।

(৪) খড়ি—কাজ। (৫) প্রাণীর (বি)—জীবের, জন্তুর।

(৬) বিকল (বিণ)—যাহার কোন অংশ নষ্ট হওয়াতে কল খারাপ হইয়া গিয়াছে।

বিদ্যা-বলে যে ক'রেছে ঘটিকা(১) সৃজন(২),
কখনই নহে সেই লোক সাধারণ(৩)।
তাড়িত-বার্ত্তার(৪) যন্ত্র কেমন প্রকার!
ধন্য সেই, করেছেন যিনি আবিষ্কার(৫)!
ভূমিতলে, জলে, ডালে যুক্ত আছে তার, (খ)
কলে চলে, আসে যায় যত সমাচার(৬)। (খ)
ছ-মাসের পথে যার হতেছে ঘটনা(৭),
এখনি এখানে তার হইবে রটনা(৮)।

(১) ঘটিকা (বি)—ঘড়ি।

(২) সৃজন (বি)—সৃষ্টি।

(৩) সাধারণ (বি)—সামান্য; যে সে; যেমন তেমন।

(৪) তাড়িত-বার্ত্তার (বি)—টেলিগ্রামের।

(৫) আবিষ্কার (বি)—যাহা আগে জানা ছিল না, তাহা প্রথমে বাহির করা।

(খ) অর্থ—"ভূমিতলে......সমাচার":—মাটীর নীচে দিয়া, জলের ভিতর দিয়া এবং গাছের ডালের উপর দিয়া তার লইয়া যাওয়া হইয়াছে। আর সেই তারের দ্বারা সব খবর পাঠান হয়।

(৬) সমাচার (বি)—খবর; সংবাদ।

(৭) যার ঘটনা হতেছে—যার অর্থাৎ যে বিষয়ের ঘটনা হইতেছে, অর্থাৎ যাহা ঘটিতেছে।

(৮) রটনা (বি)—জানাজানি; প্রকাশ।
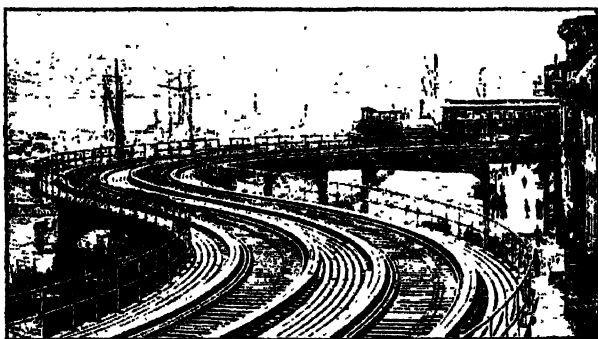
কি আশ্চর্য্য(১) রেল্-রোড্ (২) দেখ দেখি সবে,
ভারতে(৩) ভারতী(৪) তার কে শুনেছে কবে ?
কলেতে চ'লেছে গাড়ি, নাম বাষ্প-রথ(৫),
ছয় দণ্ডে ৬) চ'লে যায় ছ-দিনের পথ,
চমৎকার(৭) দেখি, আঁখি মেলিতে মেলিতে,
কত দূর পড়ে গিয়া পবন-গতিতে(৮) !

(১) আশ্চর্য্য (বিণ)—অদ্ভুত।

(২) রেল্-রোড্ (বি)—রেলগাড়ীর রাস্তা।

(৩) ভারতে (বি)-ভারতবর্ষে। আমরা যে দেশে বাস করি, তাহার নাম 'ভারতবর্ষ'।

(৪) ভারতী (বি)—কথা।

(৫) বাষ্প-রথ (বি)—রেল-গাড়ী।

(৬) দণ্ড (বি)—২৪ মিনিট ; আড়াই দণ্ডে এক ঘণ্টা হয়।

(৭) চমৎকার (বি)—আশ্চর্য্য।

(৮) পবন-গতিতে (ক্রি-বিণ)—বাতাসের মত জোরে।

বালক! বালিকে! দেখ বিদ্যার কৌশল,
বিদ্যা শিখে কর সবে জনম সফল(১)।

(পরিবর্ত্তিত)

(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।)

প্রশ্নাবলী।

(৪) বিদ্যা।

১। বানান কর, অর্থ বল ও পদ-পরিচয় দাও:—

ভ্রম-অন্ধকার, মানস, মণ্ডিত, বিদ্যা-হীন, শুভ-করী, তরি, পবন-সমান, দিগ্-দরশন-যন্ত্র, দুস্তর, অশেষ, কাক, শূন্য-পথে, বিকল, আবিষ্কার, তাড়িত-বার্ত্তা এবং বাষ্প-রথ।

২। অন্বয় কর ও অর্থ বল:—

(ক) জ্ঞানের প্রদীপ মনে......তার ভ্রম-অন্ধকার।

(খ) বিদ্যা-বলে......ব্যক্তি হয় পশুর সমান।

(গ) না মানে উজান......অতি দ্রুত ধায়।

(ঘ) উপরে জাহাজ চলে......আছে এর পর।

(ঙ) প্রাণীর সহিত ঠিক......কাঁটা চলে নাকো আর।

(চ) কি আশ্চর্য্য রেল্-রোড্......তার কে শুনেছে কবে?

৩। বিদ্যার প্রভাবে মানুষের কি কি উপকার হইয়াছে, তাহা বল।

৪। লেখা পড়া শিক্ষা করা উচিত কেন?

---

(১) সফল (বিণ)—সার্থক।

(৫) খলতা।

উই আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহার(১),
যাহা পায়, তাই কে'টে করে ছারখার(২)।
কাঠ কাটে, বস্ত্র কাটে, কাটে সমুদয়,
সুন্দর সুন্দর দ্রব্য কে'টে করে ক্ষয়(৩)।
ধরা-তলে(৪) নরাধম(৫) খল(৬) আছে যত, (ক)
ঠিক তারা উই আর ইঁদুরের মত। (ক)
কোন রূপে আপনার ইষ্ট-লাভ(৭) নাই,
কিসে কার মন্দ(৮) হবে, খোঁজে শুধু তাই।
সূচের(৯) সুগুণ(১০) দেখ নয়ন(১১) ভরিয়া,
ছেঁড়া বাস(১২) যোড়া দেয় সেলাই করিয়া।

(১) ব্যবহার (বি)—কাজ। (২) ছারখার (বি)—সর্ব্বনাশ।
(৩) ক্ষয় (বি)—নাশ, ধ্বংস। (৪) ধরা-তলে (বি)—পৃথিবীতে।
(৫) নরাধম (বিণ)—মানুষের মধ্যে নীচ; খারাপ লোক।
(৬) খল (বি)—দুষ্ট লোক; নীচ লোক।

(ক) অর্থ—"ধরাতলে নরাধম......মত"—পৃথিবীতে যত দুষ্ট বা নীচ লোক আছে, তাহারা উই আর ইঁদুরের মত লোকের অনিষ্ট করিয়া থাকে। (৭) ইষ্ট-লাভ (বি)—উপকার।

(৮) মন্দ (বি)—খারাপ, অনিষ্ট। (৯) স্থচের (বি)—ছুঁচের।
(১০) সুগুণ (বি)—ভাল গুণ।
(১১) নয়ন (বি)—চোখ।
(১২) বাস (বি)—কাপড়; বস্ত্র।

কোন খানে ফাঁক আর নাহি দেখা যায়,
একবারে করে তারে নূতনের প্রায়।
আর দেখ আপনি অনলে(১) হ'য়ে পোড়া,
সোহাগা(২) কেমন সব ভাঙ্গা দেয় যোড়া।
যত দেখ অলঙ্কার(৩) ধাতুর বাসন,
সোহাগায় হইতেছে সবার গঠন।
এইরূপ সদাশয়(৪) সাধু লোক যাঁরা, (ক)
সূচ আর সোহাগার মত হন তাঁরা, (ক)
পরের অনিষ্ট(৫) হেতু নাহি দেন মন, (খ)
কেবল করেন সদা কুশল(৬) সাধন। (খ)

(১) অনলে (বি)—আগুনে।

(২) সোহাগা (বি)—ইহা সোণা, রূপা প্রভৃতি ধাতুকে গলাইতে বা যুড়িতে ব্যবহৃত হয়। (৩) অলঙ্কার (বি)—গহনা।

(৪) সদাশয় (বিণ)—সৎ (ভাল) আশয় (অভিপ্রায়) যাহার।

(ক) ভাবার্থ—"এইরূপ সদাশয়... . তাঁরা"—সূচ আর সোহাগা যেমন মানুষের নানা-প্রকার উপকার করে, ভাল লোকেও সেইরূপ উপকার করিয়া থাকেন।

(৫) অনিষ্ট (বি)—ক্ষতি।

(খ) অন্বয়—"পরের অনিষ্ট···সাধন"—তিনি পরের অনিষ্ট হেতু মন দেন না, কেবল সদা কুশল সাধন করেন। ভাবার্থ—যাঁহারা ভাল লোক, তাঁহারা পরের অপকার না করিয়া কেবল উপকারই করিয়া থাকেন।

(৬) কুশল (বি)—মঙ্গল, উপকার, ভাল।

আপনার অপকার(১) স্বীকার করিয়া(২)
করেন অন্যের ভাল হিত(৩) আচরিয়া(৪) ;
সুজন(৫) হইতে যার মনে সাধ(৬) আছে,
শিখুক সে নীতি(৭) সূচ-সোহাগার কাছে।
সূচ আর সোহাগার ভাব যেন লয়, (ক)
উই আর ইঁদুরের মত নাহি হয়। (ক)

(পরিবর্ত্তিত)
(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।)

(১) অপকার (বি)—অনিষ্ট।
(২) স্বীকার করিয়া (ক্রি)—মানিয়া লইয়া।
(৩) হিত (বি)—উপকার, ভাল, মঙ্গল।
(৪) আচরিয়া (ক্রি)—আচরণ করিয়া, সম্পাদন করিয়া।
(৫) সুজন (বি)—ভাল লোক।
(৬) সাধ (বি)—ইচ্ছা।
(৭) নীতি (বি)—নিয়ম, উপদেশ।

(ক) অন্বয়—"সূচ আর...হয়"—(সে) যেন সূচ আর সোহাগার ভাব লয়, এবং উই আর ইঁদুরের মত যেন না হয়। ভাবার্থ—সূচ ও সোহাগা যেরূপ লোকের উপকার করিয়া থাকে, সাধু লোকও সেইরূপ লোকের উপকার করিয়া থাকেন। উই আর ইঁদুর লোকের ক্ষতি করিয়া থাকে, কিন্তু সাধু লোক কখন কাহারও ক্ষতি করেন না।

প্রশ্নাবলী।

(৫) খলতা।

১। বানান কর, অর্থ বল ও পদ-পরিচয় দাও:—

ধরা-তলে, নরাধম, ইষ্ট-লাভ, খল, অনলে, সদাশয়, অপকার, হিত, সুজন।

২। অন্বয় কর, অর্থ বল ও পদ-পরিচয় দাও:—

(ক) ধরাতলে নরাধম......উই আর ইঁদুরের মত।

(খ) আর দেখ আপনি......ভাঙ্গা দেয় যোড়া।

(গ) আপনার অপকার......ভাল হিত আচরিয়া।

৩। উই আর ইঁদুর মানুষের কিরূপ অপকার করে?

৪। সূচ এবং সোহাগা মানুষের কিরূপ উপকার করে?

৫। তোমার সূচের মত হইবার ইচ্ছা আছে, না ইঁদুরের মত হইবার ইচ্ছা আছে?

৬। সদাশয় লোকেরা কিরূপ কাজ করেন?

(৬) প্রভাত-বর্ণন।

পাখী সব করে রব(১), রাতি পোহাইল,
কাননে(২) কুসুম-কলি(৩) সকলি ফু

(১) রব (বি)—শব্দ।

(২) কাননে (বি)—বাগানে।

(৩) কুসুম-কলি (বি)—ফুলের কুঁড়ি

রাখাল গরুর পাল (১) ল'য়ে যায় মাঠে,
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ (২)পাঠে।
ফুটিল মালতী-ফুল (৩), সৌরভ (৪) ছুটিল,
মধুকর মধুলোভে আসিয়া জুটিল।
গগনে (৫) উঠিল রবি (৬) লোহিত-বরণ (৭),
আলোক পাইয়া লোক পুলকিত-মন(৮)।
শীতল বাতাস বয়, জুড়ায় শরীর (৯),
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির (১০) শিশির।
উঠ শিশু ! মুখ ধোও, পর নিজ বেশ (১১),
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ (১২)।

(মদনমোহন তর্কালঙ্কার)

(১) পাল (বি)—দল।
(২) নিজ নিজ (বিণ)—আপন আপন।
(৩) মালতী-ফুল—এক রকম ফুলের নাম।
(৪) সৌরভ (বি)—ভাল গন্ধ।
(৫) গগনে (বি)—আকাশে। (৬) রবি (বি)—সূর্য্য।
(৭) লোহিত-বরণ (বিণ)—যাহার রঙ্‌ লাল।
(৮) পুলকিত-মন (বিণ)—যাহার মন আনন্দিত হইয়াছে।
(৯) শরীর (বি)— দেহ।
(১০) নিশির (বি)—রাত্রি-কালের। 'নিশার' বলাই ভাল।
(১১) বেশ (বি)—পোষাক।
(১২) নিবেশ করহ (ক্রি)—যোগ কর। মন নিবেশ করহ—মনোযোগ দাও।

প্রশ্নাবলী।

(৬) প্রভাত-বর্ণন।

১। বানান কর, অর্থ বল ও পদ-পরিচয় দাও:—

রব, কাননে, কুসুম-কলি, সৌরভ, মধুকর, গগনে, লোহিত-বরণ, নিশির, নিবেশ।

২। অন্বয় কর ও অর্থ বল:—

(ক) গগনে উঠিল রবি......লোক পুলকিত-মন।

(খ) ফুটিল মালতী-ফুল......আসিয়া জুটিল।

৩। সকাল বেলায় উঠিয়া তোমরা কি কি জিনিষ দেখিতে পাও?

৪। সকাল বেলায় উঠিয়া তোমাদের কি কি কাজ করা উচিত?

৫। সকাল বেলায় পড়া-শুনা করা উচিত কেন?

(৭) জনক, জননী ও শিক্ষক।

জনক (১) জননী (২) আর গুরু-মহাশয় (৩),-
ইহাঁদের মত হিত-কারী (৪) কেহ নয়।

(১) জনক (বি)—পিতা।

(২) জননী (বি)—মাতা।

(৩) গুরু মহাশয় (বি) - শিক্ষক মহাশয়।

(৪) হিত-কারী (বিণ)—যিনি হিত অর্থাৎ মঙ্গল করেন

পেয়েছ মানব-দেহ (১) যাঁদের কৃপায় (২),
তাঁদের সমান আর পাইবে কোথায় ?
কত কষ্টে (৩), কত যত্নে, করি' প্রাণ-পণ (৪)
প্রাণের অধিক ভেবে করেন পালন।
নিজ নিজ (৫) সুখ দুঃখ না ভাবেন মনে,
কেবল ব্যাকুল (৬) সদা তোমার কারণে (৭) ;
সুখে সুখী, দুখে দুঃখী, এমন কে আর,
তোমারে আহার (৮) দিয়া করেন আহার ?
হেন পিতা মাতা পূজ্য (৯) সকলের আগে,
সতত (১০) তাঁদের সেবা কর অনুরাগে(১১)।
আর যিনি বিদ্যা-নিধি (১২) করিছেন দান,
সর্ব্বদা (১৩) করিবে তুমি তাঁহার সম্মান (১৪)।

(১) মানব-দেহ (বি)—মানুষের শরীর।
(২) কৃপায় (বি)—দয়ায়। (৩) কষ্টে (বি)—দুঃখে।
(৪) প্রাণপণ করি'—প্রাণকে পণ করিয়া, অর্থাৎ প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার করিয়া। (৫) নিজ নিজ (বিণ)—আপন আপন।
(৬) ব্যাকুল (বিণ)—চিন্তিত। (৭) কারণে (বি)—নিমিত্ত, জন্য।
(৮) আহার (বি)—খাদ্য, খাবার।
(৯) পূজ্য (বিণ)—পূজার যোগ্য ; মান্য।
(১০) সতত (ক্রি-বিণ)—সর্ব্বদা। (১১) অনুরাগে (বি)—ভালবাসার সঙ্গে।
(১২) বিদ্যা-নিধি (বি)—বিদ্যা-রূপ ধন।
(১৩) সর্ব্বদা (ক্রি-বিণ)—সকল সময়।
(১৪) সম্মান (বি)—আদর, পূজা।

সত্য বটে, অর্থ-দান (১) করিছ তাঁহায়,
তথাপি তাঁহার ঋণ (২) শোধা নাহি যায়।
আন্তরিক (৩) স্নেহ (৪) যদি নাহি থাকে তাঁর,
বিদ্যালাভ করা ভার হইবে তোমার।
তব হিত-কামনা (৫) কেবল রাখি' মনে
দিতেছেন উপদেশ (৬) অশেষ-যতনে;
দোষ দেখে রুষ্ট(৭) ভাব, তুষ্ট(৮) গুণ দেখে, (ক)
তিরস্কার(৯) পুরস্কার(১০) হিত-ইচ্ছা(১১) থেকে। (ক)

(১) অর্থ-দান (বি)—টাকা দেওয়া।

(২) ঋণ (বি)—দেনা।

(৩) আন্তরিক (বিণ)—যাহা মনে মনে আছে, অর্থাৎ যাহা শুধু মুখে না বলিয়া মন দিয়া করা হয়।

(৪) স্নেহ (বি)—ভালবাসা।

(৫) হিত-কামনা (বি)—উপকার করিবার ইচ্ছা।

(৬) উপদেশ (বি)—শিক্ষা।

(৭) রুষ্ট (বিণ)—রাগী, কুপিত। (৮) তুষ্ট (বিণ)—খুসী।

(ক) অর্থ—"দোষ দেখে…থেকে"—শিক্ষক মহাশয় দোষ দেখিলে রাগ করেন, গুণ দেখিলে খুসী হন; অন্যায় করিলে গালাগালি দেন, ভাল করিলে পুরস্কার দেন। ছাত্রের মঙ্গল হউক, এই ইচ্ছাতেই তিনি এই সকল করেন।

(৯) তিরস্কার (বি)—গালাগালি, ভৎর্সনা।

(১০) পুরস্কার (বি)—আদর; পারিতোষিক।

(১১) হিত-ইচ্ছা (বি)—ভাল করিবার ইচ্ছা।

অতএব তাঁর স্নেহ করিয়া স্মরণ (১)
সতত করিবে তাঁরে শ্রদ্ধা-প্রদর্শন (২)।

প্রশ্নাবলী।

(৭) জনক, জননী ও শিক্ষক।

১। বানান কর, অর্থ বল ও পদ-পরিচয় দাও :—

হিতকারী, কৃপায়, ব্যাকুল, পূজা, সতত, অনুরাগে, বিদ্যা-নিধি, আন্তরিক, শ্রদ্ধা-প্রদর্শন।

২। অন্বয় কর ও অর্থ বল :—

(ক) কত কষ্টে, কত যত্নে......করেন পালন।

(খ) সত্য বটে অর্থদান..... ঋণ শোধা নাহি যায়।

(গ) দোষ দেখে রুষ্ট ভাব...... হিত ইচ্ছা থেকে।

৩। তোমাদের নিমিত্ত জনক, জননী ও শিক্ষক কে কি করিয়াছেন, তাহা বল।

৪। জনক, জননী ও শিক্ষককে ভক্তি করা উচিত কেন, তাহা বল।

(১) স্মরণ (বি)—মনে রাখা।

(২) শ্রদ্ধা-প্রদর্শন (বি)—সম্মান দেখান

(৮) ফুলের বাগান।

হইয়াছে দিনমান (১) অবসান-প্রায় (২),
প্রখর(৩) নাহিক আর রবির কিরণ(৪),
ধীরে ধীরে কাঁপাইয়া গাছের পাতায়
শরীরের তৃপ্তিকর(৫) বহে সমীরণ(৬)।

কায়িক(৭) শ্রমের এই প্রশস্ত(৮) সময়,
অল্পমাত্র পরিশ্রমে হবে না কাতর,
অতএব চল, ভাই! যদি ইচ্ছা হয়,
চল যাই এ সময় উদ্যান-ভিতর।

এক পাশে অল্প স্থান করিয়া চিহ্নিত (৯)
আমরা ফুলের গাছ ক'রেছি রোপণ (১০);

(১) দিনমান (বি)—দিন, দিবাভাগ।
(২) অবসান-প্রায় (বিণ)—প্রায় শেষ।
(৩) প্রখর (বিণ)—তীক্ষ্ণ, খুব গরম।
(৪) রবির কিরণ (বি)—সূর্য্যের তেজ, অর্থাৎ রৌদ্র।
(৫) তৃপ্তিকর (বিণ)—যাহা খুব ভাল লাগে।
(৬) সমীরণ (বি)—বাতাস।
(৭) কায়িক (বিণ)—শরীর-সম্পর্কীয়; শরীর দিয়া যাহা করা হয়।
(৮) প্রশস্ত (বিণ)—উপযুক্ত, উৎকৃষ্ট।
(৯) চিহ্নিত (বিণ)—যেখানে চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে; নির্দ্দিষ্ট।
(১০) রোপণ (বি)—পোঁতা।

যদি নাহি করি তাহে শ্রম সমুচিত (১)
অসময়ে চারাগুলি হারাবে জীবন (২)।

শ্যামবর্ণে লোহিতের আভাস (৩) কিঞ্চিৎ (ক),
কচি কচি পাতাগুলি নয়ন-রঞ্জন (৪) ;
প্রখর (৫) রৌদ্রের তাপে হ'য়েছে তাপিত (৬),
চল চল করি গিয়া সলিল-সেচন (৭)। (ক)

এইরূপে কিছুকাল করি যদি শ্রম,
যতন সফল হবে, পাব পুরস্কার (৮) ;

---

(১) সমুচিত (বিণ)—উচিত, উপযুক্ত।

(২) জীবন (বি)—প্রাণ।

(৩) আভাস (বি)—সাদৃশ্য, দীপ্তি।

(ক) অর্থ—"শ্যামবর্ণে লোহিতের...সেচন"—গাছের পাতাগুলি শ্যাম-বর্ণ, তাহাতে ঈষৎ লাল্‌চে রঙ্‌ আছে ; এজন্য তাহারা দেখিতে অতি সুন্দর। তাহারা রৌদ্রে বড় গরম হইয়াছে। এস, আমরা গিয়া গাছগুলিতে জল দিই।

(৪) নয়ন-রঞ্জন (বিণ)—যাহা চক্ষুকে তৃপ্ত করে, অর্থাৎ যাহা দেখিতে ভাল।

(৫) প্রখর (বিণ)—তীব্র, খুব গরম।

(৬) তাপিত (বিণ)—যে তাপ পাইয়াছে, অর্থাৎ যাহার গায়ে গরম লাগিয়াছে।

(৭) সলিল-সেচন (বি)—জল দেওয়া।

(৮) পুরস্কার (বিণ)—বক্‌সিস্‌, সুফল।

ডালে ডালে শোভা দিবে ফুল মনোরম (১),
আনন্দে গাঁথিবে তুমি সুচিকণ (২) হার।

প্রশ্নাবলী।

(৮) ফুলের বাগান।

১। বানান কর, অর্থ বল ও পদ-পরিচয় দাও:—

দিন-মান, প্রখর, তৃপ্তিকর, সমীরণ, কায়িক, সলিল, উদ্যান, সুচিকণ।

২। অন্বয় কর ও অর্থ বল:—

(ক) হইয়াছে দিনমান..... তৃপ্তিকর বহে সমীরণ।

(খ) শ্যাম-বর্ণে লোহিতের......করি গিয়ে সলিল-সেচন।

৩। বৈকালে বাগানের ফুল-গাছ গুলি দেখিতে কেমন, তাহা বলিতে পার কি?

৪। গাছে জল দেওয়ার কারণ কি, তাহা বল।

(৯) ঈশ্বরই প্রকৃত বন্ধু।

ফুটিয়াছে সরোবরে কমল-নিকর(৩),
ধরিয়াছে কি আশ্চর্য্য(৪) শোভা মনোহর(৫)।

---

(১) মনোরম (বিণ)—সুন্দর; মনোহর।

(২) সুচিকণ (বিণ)—অত্যন্ত চিকণ, খুব সুন্দর।

(৩) কমল-নিকর (বি)—পদ্ম-সমূহ।

(৪) আশ্চর্য্য (বিণ)—অদ্ভুত। (৫) মনোহর (বিণ)—সুন্দর।

গুন্ গুন্ গুন্ রবে কত মধুকরে(১) (ক)
পরম-আনন্দে(২) তার মধু-পান করে। (ক)
কিন্তু ইহা হারাইবে এ দিন যখন,
আসিবে কি অলি(৩) আর করিতে গুঞ্জন(৪)?
আশায় বঞ্চিত(৫) হ'লে আসিবে না আর,
আর না করিবে এই মধুর-ঝঙ্কার(৬)।
সুসময়ে(৭) অনেকেই বন্ধু বটে হয়,
অসময়ে হায় হায়! কেহ কিছু নয়!
কেবল ঈশ্বর, এই বিশ্বপতি(৮) যিনি,
সকল সময়ে বন্ধু সকলের তিনি।

(কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)

(১) মধুকরে (বি)—মৌমাছিতে।

(ক) অন্বয়—"গুন্ গুন্...পান করে"—কত মধুকর কেমন আনন্দে গুন্ গুন্ গুন্ রবে তার মধুপান করে।

(২) পরম-আনন্দে (ক্রি-বিণ)—মহা আনন্দের সহিত।

(৩) অলি (বি)—ভ্রমর।

(৪) গুঞ্জন (বি)—গুন্ গুন্ শব্দ।

(৫) বঞ্চিত (বিণ)—প্রতারিত, যে ঠকিয়াছে।

(৬) মধুর-ঝঙ্কার (বিণ)—মিষ্ট শব্দ।

(৭) সুসময়ে (বি)—ভাল সময়ে।

(৮) বিশ্বপতি (বি)—সমস্ত জগতের কর্তা, অর্থাৎ ঈশ্বর।

প্রশ্নাবলী।

(৯) ঈশ্বরই প্রকৃত বন্ধু।

১। বানান কর, অর্থ বল ও পদ-পরিচয় দাও:—
কমল-নিকর, মনোহর, মধুকর, অলি, গুঞ্জন ও ঝঙ্কার।

২। গদ্য কর ও অর্থ বল:—
(ক) কিন্তু এরা হারাইবে......করিতে গুঞ্জন।
(খ) আশায় বঞ্চিত......আসিবে না আর।
(গ) কেবল ঈশ্বর এই......বন্ধু সকলের তিনি।

৩। বিপদের সময় কেহ কাছে আসিতে চায় না কেন?

(১০) স্বর্ণ ও লৌহের বিবাদ।

কৈলাস-শিখর-মধ্যে (১) যত ধাতু ছিল,
তার মধ্যে লৌহ আসি' স্বর্ণকে নিন্দিল (২),—
"নির্গুণ (৩) হইয়া কর রূপের গৌরব (৪),
শিমূলের ফুল যেন বিহীন (৫) সৌরভ (৬)।

---

(১) কৈলাস শিখর-মধ্যে (বি)—কৈলাস-পর্ব্বতের শিখরের মাঝে। পাহাড়ের উচ্চ চূড়া বা মাথাকে 'শিখর' বলে। হিমালয়-পর্ব্বতের চূড়াকে 'কৈলাস' কহে। এই স্থানে মহাদেব ও কুবের বাস করেন।
(২) নিন্দিল (ক্রি)—নিন্দা করিল।
(৩) নির্গুণ (বিণ)—গুণ-শূন্য। যাহার গুণ নাই।
(৪) গৌরব (বি)—গর্ব্ব, অহঙ্কার।
(৫) বিহীন (বিণ)—শূন্য। (৬) সৌরভ (বি)—সুগন্ধ।

নির্গুণ হইয়া যেবা বাঁচে পৃথিবীতে,
উচিত না হয় তার মুখ দেখাইতে।"
অসহ্য (১) জ্ঞাতির (২) বাক্য সহ্য নাহি হয়,
সাপের মাথায় যেন ভেকে প্রহারয় (৩)।
স্বর্ণ বলে,—"লৌহ তুমি হীন-বর্ণ (৪) হও,
আমার সঙ্গেতে যুঝ (৫), সমতুল (৬) নও !
উত্তমে (৭) অধমে (৮) যদি হয় বাক্য-ব্যয়, (ক)
অধমে ছাড়িয়া দোষ উত্তমকে দেয়। (ক)

(১) অসহ্য (বিণ)—যাহা সহ্য করা যায় না।
(২) জ্ঞাতির (বিণ)— আত্মীয়ের।
(৩) প্রহারয় (ক্রি)—প্রহার করে, মারে।
(৪) হীন-বর্ণ (বিণ)—যাহার রং খারাপ।
(৫) যুঝ (ক্রি)—যুদ্ধ কর, রেষারেষি কর।
(৬) সমতুল (বিণ)—সমান, উপযুক্ত।
(৭) উত্তমে (বি, এখানে বিণ,)—ভাল লোকের সঙ্গে।
(৮) অধমে (বিণ, এখানে বি)—মন্দ লোকের সঙ্গে।

(ক) অন্বয় :—উত্তমে অধমে.. দেয় :— যদি উত্তমে অধমে বাক্য-ব্যয় হয়, তবে অধমকে ছাড়িয়া উত্তমকে দোষ দেয়। অর্থ :— যিনি বড় লোক হন, ছোটর সহিত তাঁহার ঝগড়া করিতে যাওয়াই অনুচিত ; কারণ তাহাতে লোকে ছোটর দোষ না দিয়া বড়রই দোষ দিয়া থাকে।

উত্তমকে(১) বাক্য-জ্বালা(২) মৃত্যু-তুল্য(৩) হয়, (ক)
অধমকে (৪) পদাঘাতে (৫) হে'সে কথা কয়। (ক)
ত্রিভুবন-মধ্যে (৬) আমি উত্তম ভূষণ (৭)
উত্তম বলিয়া সবে করে আকিঞ্চন (৮)।
তোমাতে আমাতে চল সভামধ্যে যাই,
কাহারে আদর করে,—বুঝিব বড়াই (৯)।"
এ কথা শুনিয়া লৌহ ক্রোধে (১০) উঠে জ্বলে,
আপন গৌরব (১১) করি' স্বর্ণে কিছু বলে,—

---

(১) উত্তমকে (বিণ, এখানে বি)—ভাল লোকের নিকটে।

(২) বাক্য-জ্বালা (বি)—কটু কথা বলিয়া কষ্ট দেওয়া।

(৩) মৃত্যু-তুল্য (বিণ)—মৃত্যুর সমান।

(ক) অর্থ—"উত্তমকে বাক্য-জ্বালা...কথা কয়"—যিনি ভাল লোক, তাঁহাকে যদি কেহ একটীও কটু কথা বলে, তাহা হইলে তাঁহার মনে বিশেষ কষ্ট হয়; কিন্তু ছোট লোককে লাথি মারিলেও তাহার লজ্জা-বোধ হয় না।

(৪) অধমকে (বিণ, এখানে বি)—নীচ লোকের নিকটে।

(৫) পদাঘাতে (বি)—লাথিতে; পায়ের আঘাতে।

(৬) ত্রিভুবন-মধ্যে (বি)—তিন লোকের মাঝে। স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল এই তিন লোকের ভিতরে। (৭) ভূষণ (বি)—অলঙ্কার, গহনা।

(৮) আকিঞ্চন (বি)—যত্ন; ইচ্ছা।

(৯) বড়াই (বি)—গৌরব, অহঙ্কার।

(১০) ক্রোধে (বি)—রাগে; কোপে।

(১১) গৌরব (বি)—গর্ব্ব, অহঙ্কার, দর্প।

"আমি যাই ক'রে দিই তোমার নির্ম্মাণ (১),
তাই সে সকলে করে তোমার সম্মান (২)।
দেউল (৩) -জাঙ্গাল (৪) -আদি, দীঘি, সরোবর,
আমি সে খনন(৫) করি পর্ব্বত-শিখর (৬),
অরণ্য (৭) কাটিয়া আমি নগর বসাই,
দেখ দেখি কি প্রকারে তরণী (৮) সাজাই ;
আমার প্রভাবে শস্য সর্ব্ব লোকে খায়,
আমা হ'তে সর্ব্বলোক ভয়ে ত্রাণ (৯) পায় ;
আমি যাই ক'রে দিই লেখনী (১০) নির্ম্মিত,
তাই হয় মানুষের পুস্তক (১১) লিখিত।
আমা ছাড়া কোন্ কর্ম্ম (১২) আছে পৃথিবীতে ?
বিবেচনা (১৩) ক'রে বুঝ প্রভেদ (১৪) তোমাতে

(১) নির্ম্মাণ (বি)—তৈয়ারী। (২) সম্মান (বি)—আদর।
(৩) দেউল (বি)—মন্দির।
(৪) জাঙ্গাল (বি)—পুল, বাঁধ।
(৫) খনন করি (ক্রি)—খুঁড়ি।
(৬) পর্ব্বত-শিখর (বি)—পাহাড়ের চূড়া।
(৭) অরণ্য (বি)—ভীষণ বন। (৮) তরণী (বি)—নৌকা।
(৯) ত্রাণ (বি)—রক্ষা। (১০) লেখনী (বি)—কলম।
(১১) পুস্তক (বি)—বই। (১২) কর্ম্ম (বি)—কাজ।
(১৩) বিবেচনা (বি)—চিন্তা ; বিচার।
(১৪) প্রভেদ (বি)—তফাৎ ; পার্থক্য।

সভা-মধ্যে যেতে বল, কোথা যাবে চল, (ক)
সহজে দুর্ব্বল তুমি সোহাগাতে গল। (ক)
কিঞ্চিৎ (১) ক্ষমতা (২) যদি থাকিত তোমার, (খ)
তা হ'লে নখরে(৩) ক্ষিতি(৪) করিতে বিদার"(৫)। (খ)
এ কথা শুনিয়া স্বর্ণ আরক্ত-লোচন (৬),
সন্ধ্যা-কালে সূর্য্য যথা লোহিত-বরণ (৭)।
স্বর্ণ বলে,—"কাল-দোষে সব হৈল হত, (গ)
নীচ হৈল উচ্চগামী, উচ্চ হৈল নত! (গ)

(ক) অর্থ:—"সভা-মধ্যে যেতে...গল"—লোহা সোণাকে বলিতেছে, "সোণা! তুমি আমাকে বলিতেছিলে যে, তোমার ও আমার মধ্যে কে বড়, তাহা সভায় যাইলেই ঠিক হইয়া যাইবে। আমি ইহাতে রাজী আছি। যে সভায় ইচ্ছা তুমি চল। তুমি ত স্বভাবতঃ দুর্ব্বল। কেবল আপনার অহঙ্কারেই তুমি মনে কর যে, তুমিই বড়"।

(১) কিঞ্চিৎ (অব্য)—কিছু। (২) ক্ষমতা (বি)—শক্তি।

(খ) অন্বয়:—"কিঞ্চিৎ...বিদার":—যদি তোমার কিঞ্চিৎ ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে নখরে ক্ষিতি বিদার করিতে।

(৩) নখরে (বি)—নখ দ্বারা। (৪) ক্ষিতি (বি)—পৃথিবী।

(৫) বিদার করিতে (ক্রি)—বিদীর্ণ করিতে; ফাটাইয়া ফেলিতে।

(৬) আরক্ত-লোচন (বিণ)—যাহার চক্ষু রক্ত-বর্ণ (লাল) হইয়াছে।

(৭) লোহিত-বরণ (বিণ)—যাহার রং লাল।

(গ) অর্থ—"স্বর্ণ বলে·· নত"—সোণা কহিল, "সময়ের দোষে সব খারাপ হইয়া গেল। নীচ লোহা আজ উঁচু হইল। আর সত্য-সত্যই যে উঁচু, সেই সোণা আজ নীচু হইয়া পড়িল। ইহা সময়ের দোষ ভিন্ন আর কিছুই নহে"!

যাহারে দেখেছি পূর্ব্বে অশ্ব-পদ-তলে (১),
সেই ব্যক্তি কটু-উক্তি (২) আমারে যে বলে!
তোমাতে আমাতে দূর লক্ষৈক (৩) যোজন (৪),
নৃপতি-মস্তকে (৫) আমি মুকুট-ভূষণ।
কামিনী-শরীরে (৬) আমি নানা (৭) অলঙ্কার,
যতনে রেখেছে মোরে গলে করি' হার।
মণি মুক্তা-প্রবালাদি (৮) যত রত্ন আছে,
আমাতে জড়িত (৯) হ'য়ে উজ্জ্বল (১০) হ'য়েছে।
লৌহ ছাড়া কোন কর্ম্ম নাই পৃথিবীতে,
এখনি কহিলি তুই আমার সাক্ষাতে (১১)!

(১) অশ্ব পদ-তলে (বি)—ঘোড়ার পায়ের তলায়। ঘোড়ার পায়ের তলায় যে নাল বাঁধান হয়, তাহা লোহা-দ্বারা তৈয়ারী।

(২) কটু-উক্তি (বি)—মন্দ কথা; গালাগালি।

(৩) লক্ষৈক (বি)—এক লক্ষ।

(৪) যোজন (বি)—চারি ক্রোশ।

(৫) নৃপতি-মস্তকে (বি)—রাজার মাথায়।

(৬) কামিনী-শরীরে (বি)—স্ত্রীলোকের দেহে।

(৭) নানা (অব্য)—অনেক রকম।

(৮) মণি মুক্তা-প্রবালাদি (বি)—মণি, মুক্তা, প্রবাল (এক রকম রত্ন) প্রভৃতি।

(৯) জড়িত (বিণ)—মিলিত।

(১০) উজ্জ্বল (বিণ)—চক্‌চকে।

(১১) সাক্ষাতে (অ)—সম্মুখে।

সত্য বটে সিঁদ কাটি তস্করের (১) করে (২),
গো-হত্যার (৩) জন্য আছ কসাই (৪) এর ঘরে ;
চর্ম্মকার-গৃহে (৫) আছ নানা অস্ত্র হ'য়ে,
জীব-হিংসা (৬) হেতু আছ পৃথিবী ব্যাপিয়ে।
হিংসকের (৭) দুরবস্থা (৮) পদে পদে হয়, (ক)
বেহায়া (৯) হিংসক তবু হিংসা না ছাড়য়। (ক)
হিংসা পাপ অতি মন্দ, কভু নহে ভাল, (খ)
হিংসার কারণে তোর বর্ণ হ'ল কাল ; (খ)

(১) তস্করের (বি)—চোরের। (২) করে (বি)—হাতে।

(৩) গো হত্যার (বি)—গরু-মারার।

(৪) কসাই (বি)—যে পশু বধ করে।

(৫) চর্ম্মকার-গৃহে (বি)—চামারের ঘরে।

(৬) জীবহিংসা (বি)—জন্তু বধ করা।

(৭) হিংসকের (বি)—যে হিংসা অর্থাৎ বধ করে।

(৮) দুরবস্থা (বি)—খারাপ অবস্থা ; দুর্দ্দশা।

(ক) অর্থ—"হিংসকের...ছাড়য়"—যে অপরের হিংসা করে, তার পদে পদে নানা বিপদ্ হয় ; কিন্তু সে এমনই নিলর্জ্জ যে, কিছুতেই হিংসা করিতে ছাড়ে না।

(৯) বেহায়া—যাহার লজ্জা নাই ; নির্ল্লজ্জ।

(খ) অর্থ :—"হিংসা পাপ...কাল"—সোনা বলিতেছে,—"হে লোহা, তুমি বড় পাপের কাজ কর ; কারণ তোমা দ্বারাই লোকে মারামারি কাটা-কাটি করে। আর সেই পাপের হেতু তোমার রঙ্ কাল হইয়া গিয়াছে। তোমার রঙ্ দেখিয়াই বুঝা যায় যে, তুমি

হিংসার কারণে তোর অল্প মূল্য (১) হ'ল ;
ধাতু-মধ্যে তোরে অতি জঘন্য (২) করিল।"
স্বর্ণের বচনে (৩) লৌহ জ্বলিয়া উঠিল ;
মূর্ত্তিমান্ (৪) অগ্নি-প্রায় বলিতে লাগিল,—
"রতি (৫) মাসা (৬) সনে যার হয় পরিমাণ,
সেই ব্যক্তি হ'তে চায় আমার সমান !
আপন ওজন (৭) লোকে বুঝে যদি চলে,
উত্তম বলিয়া তবে সকলেতে বলে।
স্বর্ণ বিনা সংসারের কিবা আসে যায় (৮) ?
লৌহ না থাকিলে লোক কত দুঃখ পায়।
পথে যেতে তুমি স্বর্ণ সঙ্গে থাক যার, (ক)
রক্ষা কি করিবে, তার প্রাণে বাঁচা ভার। (ক)

(১) মূল্য (বি)—দাম। (২) জঘন্য (বিণ)—খারাপ।
(৩) বচনে (বি)—কথায়।
(৪) মূর্ত্তিমান্ (বিণ) যাহার চেহারা আছে ; সাক্ষাৎ।
(৫) রতি (বি)—এক রকম ওজন ; এক মাসার ৮ ভাগের এক ভাগ। (৬) মাসা (বি)—আট রতিতে এক মাসা।
(৭) ওজন (বি)—এখানে, স্বভাব।
(৮) কিবা আসে যায় ?—কি লাভ বা লোকসান হয় ?
(ক) ভাবার্থ :—"পথে যেতে...ভার"—রাস্তায় সোণা যার সঙ্গে থাকে, তার চোর-ডাকাতের বড় ভয় থাকে। কিন্তু লোহা সঙ্গে থাকিলে সে কিছুতেই ভয় রাখে না। বরং লোহার অস্ত্র সঙ্গে থাকিলে আপনাকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবার উপায় থাকে।

আমারে লইয়া যাক্, লিখে দিতে পারি,
যদি তার বিঘ্ন (১) হয়, বৃথা নাম ধরি।
অনর্থক (২) হিংসা তরে না ধরি জীবন, (ক)
সাক্ষী তার আছয়ে ভারত রামায়ণ। (ক)
রামপ্রিয়া (৩) সীতা হ'রেছিল (৪) দশানন (৫),
আমা হ'তে হৈল পাপী সবংশে (৬) নিধন (৭)।
দুষ্ট দুর্য্যোধনে (৮) করি' পরাজয় (৯) রণে (১০)
যুধিষ্ঠিরে (১১) বসালাম রাজ-সিংহাসনে (১২)।

---

(১) বিঘ্ন (বি)—বাধা; বিপদ্। (২) অনর্থক (বিণ)—বৃথা।

(ক) অর্থ:—"অনর্থক হিংসা…রামায়ণ"—আমি বৃথা কাহারও হিংসা করি না; অর্থাৎ যাহার কোন দোষ না থাকে, তাহাকে আমি মারি না। রামায়ণ, মহাভারত পড়িলেই ইহা বিলক্ষণ বুঝা যায়। আমি দুর্য্যোধন ও রাবণকে মারিয়াছিলাম, কারণ তাহারা অত্যন্ত পাপী।

(৩) রামপ্রিয়া (বিণ)—রামের পরম-প্রিয়া স্ত্রী।

(৪) হ'রেছিল (ক্রি)—হরণ অর্থাৎ চুরি করিয়াছিল।

(৫) দশানন (বি)—দশ আনন (মুখ) যাহার, অর্থাৎ রাবণ।

(৬) সবংশে (ক্রি-বিণ)—বংশের সহিত।

(৭) নিধন (বি)—নাশ, মরণ।

(৮) দুর্য্যোধন (বি)—ধৃতরাষ্ট্রের দুষ্ট জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম 'দুর্য্যোধন'।

(৯) পরাজয় করি' (ক্রি)—পরাজয় করিয়া; জিতিয়া।

(১০) রণে (বি)—যুদ্ধে।

(১১) যুধিষ্ঠিরে (বি)—যুধিষ্ঠিরকে। পাণ্ডু-রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম 'যুধিষ্ঠির'।

(১২) রাজ-সিংহাসনে (বি)—সিংহ-চিহ্নিত আসনকে 'সিংহাসন' বলে। রাজার আসনে অর্থাৎ রাজার পদে।

দুষ্টের দমন, আর মহতের হিত,—
এই মোর কুল-ধর্ম্ম(১) জগতে বিদিত(২)।
সম্মুখ-যুদ্ধেতে যার মাথা কাটা যায়,
কবি-গণ মুক্ত-কণ্ঠে(৩) তার যশঃ (৪) গায়।
আপন গৌরব(৫) করা উপযুক্ত(৬) নয়, (ক)
কোকিল যে কাল তাতে কিবা আসে যায়" ? (ক)

(পরিবর্ত্তিত)

(রামসুন্দর ঘটক)

শিক্ষক মহাশয় লৌহ ও সুবর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিবেন। লৌহের এত উপকারিতা-সত্ত্বেও যে কি হেতু স্বর্ণাপেক্ষা ইহার মূল্য ও আদর অল্প, তাহা ছাত্রগণকে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

(১) কুল-ধর্ম্ম (বি)– বংশের নিয়ম।
(২) বিদিত (বিণ)—জ্ঞাত, জানা।
(৩) মুক্ত-কণ্ঠে (ক্রি-বিণ)—উচ্চৈঃ-স্বরে।
(৪) যশঃ (বি)—কীর্ত্তিঃ, প্রশংসা।
(৫) গৌরব (বি)—গর্ব্ব, অহঙ্কার, দর্প।
(৬) উপযুক্ত (বিণ)—উচিত।

(ক) অর্থ :—"আপন গৌরব···যায়"—লোহা বলিতেছে, "আপনার গুণের কথা আপনার বলা উচিত নয়। তাই আমি বেশী কিছু বলিতে চাই না; শুধু এইমাত্র বলি যে, আমার রঙ্ কাল হইলেও যে আমার কোন গুণ নাই, এমন নহে। রঙ্ কাল হইলেও ক্ষতি নাই। কোকিলের রঙ্ কাল, তবু সে কেমন সুন্দর গান করে"।

প্রশ্নাবলী।

(১০) স্বর্ণ ও লৌহের বিবাদ।

১। বানান কর, অর্থ বল ও পদ-পরিচয় দাও :—

সৌরভ, হীন-বর্ণ, সম-তুল্য, আকিঞ্চন, কাঙ্গাল, তরণী, লেখনী, আরক্ত-লোচন, নৈকষ্য, মুকুট-ভূষণ, তস্কর, অনর্থক, কুল-ধর্ম্ম।

২। অন্বয় কর ও অর্থ বল :—

(ক) নির্গুণ হইয়া কর......ফুল যেন বিহীন সৌরভ।

(খ) অসহ্য জ্ঞাতির বাক্য......যেন ভেকে প্রহারয়।

(গ) উত্তমে অধমে যদি......দোষ উত্তমকে দেয়।

(ঘ) কিঞ্চিৎ ক্ষমতা যদি......ক্ষিতি করিতে বিদায়।

(ঙ) স্বর্ণ বলে কাল-দোষে......উচ্চ হৈল নত।

(চ) হিংসা পাপ অতি মন্দ......তোর বর্ণ হ'ল কাল।

(ছ) অনর্থক হিংসা তরে......আছয়ে ভারত রামায়ণ।

৩। লোহা আমাদের কোন্ কোন্ কাজে লাগে?

৪। সোণা আমাদের কি কি উপকারে আসে?

৫। লোহা ও সোণা,—ইহাদের মধ্যে কোন্‌টী কি কারণে আমাদের পক্ষে বেশী দরকারী?

(১১) ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ।

সুষুপ্ত(১) ধরণী(২) ;—ঘোর অন্ধকারময়,
পারি কি করিতে পাপ-কার্য্য এ সময়?

---

(১) সুষুপ্ত (বিণ)—সুনিদ্রিত। (২) ধরণী (বি)—পৃথিবী।

কেহ না দেখিতে পাবে,—নিদ্রায় মগন(১), (ক)
আছে প্রতিবেশ-বাসী(২) বন্ধু, গুরু জন(৩)। (ক)
লোকের গঞ্জনা(৪) হ'তে পাইব নিস্তার(৫),
নিশিতে(৬) দুষ্কর্ম্মে(৭) বল কি ভয় আমার ?
সাবধান(৮)! সাবধান! ওরে মূঢ়-মতি(৯)!
সতত(১০) জাগ্রত(১১) রন্ জগতের পতি(১২)।

(১) নিদ্রায় মগন (বিণ)—নিদ্রায় মগন (মগ্ন); নিদ্রিত।

(ক) অন্বয়—"কেহ না...গুরু জন"—প্রতিবেশ-বাসী, বন্ধু, গুরু জন নিদ্রায় মগ্ন আছে; কেহ দেখিতে পাইবে না।

(২) প্রতিবেশ-বাসী (বিণ, এখানে বি)—প্রতিবেশ অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী স্থান। এরূপ স্থানে যে বাস করে। পাড়া-পড়সী।

(৩) গুরু জন (বি)—পূজনীয় ব্যক্তি-গণ।

(৪) গঞ্জনা (বি)—গালাগালি, তিরস্কার।

(৫) নিস্তার পাইব (ক্রি)—রেহাই পাইব; উদ্ধার পাইব।

(৬) নিশিতে (বি)—রাত্রিতে।

(৭) দুষ্কর্ম্মে (বি)—খারাপ কাজে।

(৮) সাবধান (বিণ)—সতর্ক; মনোযোগী।

(৯) মূঢ়-মতি (বিণ) নির্ব্বোধ; বোকা।

(১০) সতত (ক্রি-বিণ)—সর্ব্বদা।

(১১) জাগ্রত (বিণ)—সজাগ। এই কথাটী ভুল; 'জাগরিত' হওয়াই উচিত।

(১২) জগতের পতি (বি)—ত্রিভুবনের কর্ত্তা, অর্থাৎ ঈশ্বর।

কি ঘোর আঁধারময় নিশীথ-সময় (১),
কিবা রবি-করোজ্জ্বল(২) দিবা(৩) আলোময়(৪)।
কখনই নন্ তিনি ঘুমে অচেতন(৫),—
কি আঁধারে, কি আলোকে, করেন দর্শন!
এ জগতে হেন স্থান নাহিক কোথায়,
যেখানে তাঁহার দৃষ্টি পরাভব(৬) পায়।
উন্নত পর্ব্বত-চূড়া(৭), গহন(৮) বিপিন(৯),
রেণুময়(১০) মরু-স্থান(১১) জন-প্রাণি-হীন(১২)

(১) নিশীথ-সময় (বি)—মধ্য-রাত্রি; দুপুর রাত।

(২) রবি-করোজ্জ্বল (বিণ)—সূর্য্যের কিরণ দ্বারা উজ্জ্বল।

(৩) দিবা (অব্য)—দিন। 'দিবা' কথার ঠিক মানে 'দিনে'।

(৪) আলোময় (বিণ)—আলোকময়; আলোকে পরিপূর্ণ।

(৫) অচেতন (বিণ)—অজ্ঞান।

(৬) পরাভব (বি)—পরাজয়, হার।

(৭) পর্ব্বত-চূড়া (বি)—পর্ব্বতের (পাহাড়ের) চূড়া (শিখর)।

(৮) গহন (বিণ)—নিবিড়, গভীর।

(৯) বিপিন (বি)—বন।

(১০) রেণুময় (বিণ)—ধুলায় ভরা।

(১১) মরু-স্থান (বি)—মরুভূমি; যেখানে গাছ-পালা, জল কিছুই নাই; শুধু বালি আছে।

(১২) জন-প্রাণি-হীন (বিণ)—মানুষ-পশু-শূন্য; যে স্থানে মানুষ বা অন্য কোন জন্তু নাই।

অগাধ-জলধি-গর্ভ(১), আঁধার(২) কন্দর(৩),—
সর্ব্ব-স্থানে তাঁর দৃষ্টি আছে নিরন্তর। (ক)

প্রশ্নাবলী।

(১১) ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ।

১। বানান কর, অর্থ বল ও পদ-পরিচয় দাও:—

সুষুপ্ত, ধরণী, প্রতিবেশ-বাসী, গঞ্জনা, নিশীথ, গহন, বিপিন, রেণুময়, জন-প্রাণি-হীন, অগাধ-জলধি-গর্ভ, কন্দর।

২। অন্বয় কর ও অর্থ বল:—

(ক) লোকের গঞ্জনা হ'তে......বল কি ভয় আমার।

(খ) কখনই ন'ন তিনি..... কি আঁধারে করেন দর্শন।

(গ) অগাধ-জলধি-গর্ভ .....তাঁর দৃষ্টি আছে নিরন্তর।

৩। রাত্রি-কালে পাপ-কার্য্য করিলে ক্ষতি কি?

৪। 'জাগ্রত' কথাটী শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, তাহা বল।

(১) অগাধ-জলধি গর্ভ (বি)—অগাধ (গভীর) জলধির (সমুদ্রের) গর্ভ (তল)।

(২) আঁধার (বি, এখানে বিণ)—অন্ধকারে ভরা।

(৩) কন্দর (বি)—পর্ব্বতের গুহা।

(ক) অর্থ:—"সর্ব্বস্থানে···নিরন্তর"—ভগবান্ সকল সময়ে সকল স্থান দেখিতে পান। কোন সময়ে কোন বস্তুই তাঁহার অজ্ঞাত থাকে না।

(১২) খেলনা।

খেলনা-বিক্রেতা(১) ল'য়ে বিবিধ(২) খেলনা
কুটুম্বিনী-সমাজে(৩) করিছে আনাগণা(৪) ;
মাটিতে রচিত(৫) মল্ল(৬) মল্ল সহ খেলে, (ক)
সমাদরে(৭) ক্রয় করে ক্ষত্রিয়ের ছেলে। (ক)
যে দেশের লোকেদের প্রবৃত্তি(৮) যেমন,
শিশুকাল হ'তে দেখি তার নিদর্শন(৯)।

(১) খেলনা-বিক্রেতা (বিণ, এখানে বি)—যে খেলনা বিক্রয় করে।

(২) বিবিধ (বিণ)—নানা রকম।

(৩) কুটুম্বিনী-সমাজে (বি)—মেয়ে মহলে।

(৪) আনাগণা করিছে (ক্রি)—যাওয়া আসা করিতেছে।

(৫) রচিত (বিণ)—তৈয়ারী।

(৬) মল্ল (বি)—পালোয়ান।

(ক) অর্থ :—"মাটীতে···ছেলে"—খেলনা গুলি মাটীর তৈয়ারী। তাহাদের মধ্যে একটী পালোয়ান, আর একটী পালোয়ানের সহিত যেন যুদ্ধ করিতেছে, এই ভাবে খেলনা তৈয়ারী হইয়াছিল। ক্ষত্রিয় সকল যুদ্ধ করিয়া থাকে ; এইহেতু যে ক্ষত্রিয়ের ছেলে, সে এই রকম খেলনা কিনিয়া থাকে।

(৭) সমাদরে (ক্রি-বিণ)—আদর করিয়া।

(৮) প্রবৃত্তি (বি)—স্বভাব।

(৯) নিদর্শন (বি)—চিহ্ন।

শৈশব (১) হইতে সেই দিকে চিত (২) ধায়,
ক্রীড়া-কালে (৩) শিশু অন্য-রূপ নাহি চায়।
যথা বাঙ্গালার লোক নহেক সাহসী (৪),
অলস(৫), সামান্য(৬) ধনে গর্ব্বিত(৭) বিলাসী (৮)
শিশুর পুতুলে, দেখ, আভাস (৯) তাহার,
ছড়ি হাতে স্থূলোদর (১০) বাবুতে প্রচার।
কিরূপে পৌরুষ-পথে (১১) যাইবে বালক,
ধূম-পায়ী (১২) বৃদ্ধ যার প্রিয় খেলনক (১৩)!

(১) শৈশব (বি)—বাল্যকাল, ছেলে-বেলা।

(২) চিত (বি)—চিত্ত, মন।

(৩) ক্রীড়া-কালে (বি)—খেলার সময়।

(৪) সাহসী (বিণ)—যাহার সাহস আছে, অর্থাৎ যাহার ভয় নাই।

(৫) অলস (বিণ)—কুড়ে।

(৬) সামান্য (বিণ)—তুচ্ছ, অল্প।

(৭) গর্ব্বিত (বিণ)—অহঙ্কারী।

(৮) বিলাসী (বিণ)—যে বাবুগিরি করে।

(৯) আভাস (বি)—চিহ্ন।

(১০) স্থূলোদর (বিণ)—স্থূল (মোটা) উদর (পেট) যার।

(১১) পৌরুষ-পথে (বি)—সাহসের কার্য্যে।

(১২) ধূম-পায়ী (বিণ)—ধূমপানে (তামাক, সিগারেট প্রভৃতি খাওয়ায়) রত।

(১৩) খেলনক (বি)—এখানে, খেলার সামগ্রী।

পশ্চিমের লোক (১) সব পুরুষার্থ (২) চায়,
সেই মত দেখহ শিশুর খেলনায়।

(পরিবর্ত্তিত)

(রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)

প্রশ্নাবলী।

(১২) খেলনা।

১। বানান কর, অর্থ বল ও পদ-পরিচয় দাও:—
বিবিধ, কুট্টিম্বনী, মল্ল, নিদর্শন, চিত্ত, বিলাসী, খেলনক, ধূম-পায়ী, পুরুষার্থ।

২। অন্বয় কর ও অর্থ বল:—

(ক) যে দেশের লোকেদের......তার নিদর্শন।

(খ) শিশুর পুতুলে দেখ......স্থূলোদর বাবুতে প্রচার।

(গ) পশ্চিমের লোক সব......শিশুর খেলনায়।

৩। বাঙ্গালা-দেশের লোক যে সাহসী নহে, তাহা শিশুদের খেলনা দেখিয়া কিরূপে বুঝা যায়, তাহা বল।

৪। তুমি কিরূপ খেলনা ভালবাস, তাহা বল।

---

(১) পশ্চিমের লোক (বি)—উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মানুষ।

(২) পুরুষার্থ (বি)—মানুষের যাহা থাকা উচিত সেই জিনিষ, অর্থাৎ সাহস।

(১৩) কাক ও শৃগাল।

ক্ষীরের মিঠাই চুরি করিয়া হরষে
চঞ্চু-পুটে (১) ল'য়ে কাক বৃক্ষ-ডালে বসে।
তলাতে শৃগাল (২) ছিল,
দেখে লোভ উপজিল (৩) (ক)
বায়সে(৪) বঞ্চিয়া(৫) নিজে(৬) করিতে ভক্ষণ। (ক)
সাধিতে (৭) আপন কাজ,
আরম্ভিল (৮) ধূর্ত্তরাজ (৯) (খ)
কদাকার(১০) কাক-দেহে সৌন্দর্য্য-কীর্ত্তন(১১)। (খ)

---

(১) চঞ্চু-পুটে (বি)—ঠোঁটে।
(২) শৃগাল (বি)—শিয়াল।
(৩) উপজিল (ক্রি)—জন্মিল।
(ক) অন্বয়—"দেখে ..ভক্ষণ"—(ইহা) দেখিয়া বায়সকে বঞ্চনা করিয়া নিজে ভক্ষণ করিতে লোভ উপজিল (জন্মিল)।
(৪) বায়সে (বি)—কাককে।
(৫) বঞ্চিয়া (ক্রি)—বঞ্চনা করিয়া; ঠকাইয়া।
(৬) নিজে (বি)—আপনি।
(৭) সাধিতে (ক্রি—সাধন করিতে, সম্পন্ন করিতে।
(৮) আরম্ভিল (ক্রি)—আরম্ভ করিল।
(৯) ধূর্ত্তরাজ (বিণ)—অত্যন্ত চালাক।
(খ) অন্বয়—"আরম্ভিল...কীর্ত্তন"—ধূর্ত্তরাজ (শৃগাল) কদাকার কাক-দেহে সৌন্দর্য্য-কার্ত্তন আরম্ভ করিল। অর্থ:—কাক দেখিতে অতি জঘন্য। কিন্তু নিজের কাজ লইবার জন্য অতি ধূর্ত্ত শৃগাল কাকের রূপের প্রশংসা করিতে লাগিল।
(১০) কদাকার (বিণ)—বিশ্রী, কুৎসিত।
(১১) সৌন্দর্য্য-কীর্ত্তন (বি)—রূপের প্রশংসা।

"আহা কি সুন্দর পাখী,
গাছের উপরে থাকি'
রূপের প্রভায় (১) বন ক'রেছে উজ্জ্বল (২)!
বদন (৩) সুন্দর কিবা!
বর্ত্তুল (৪) বঙ্কিম (৫) গ্রীবা!
নীল-কান্ত-মণি-নিভ (৬) নয়ন-যুগল (৭)!
কিবা পলকের ছটা (৮), (ক)
নবীন মেঘের ঘটা (৯),
অমন উজ্জ্বল শ্যাম নহে ত কখন। (ক)

(১) প্রভায় (বি)—আলোকে।

(২) উজ্জ্বল (বিণ)—চক্‌চকে।

(৩) বদন (বি)—মুখ।

(৪) বর্ত্তুল (বিণ)—গোল।

(৫) বঙ্কিম (বি)—বাঁকা ভাব।

(৬) নীল-কান্ত-মণি-নিভ (বিণ)—নীলকান্ত-নামক মণির মত।

(৭) নয়ন-যুগল (বি)—নয়নের (চক্ষুর) যুগল (দুই); চক্ষু দুইটা।

(৮) ছটা (বি)—শোভা।

(ক) অর্থ :—"কিবা.........কখন"। শৃগাল বলিতেছে—"ওহে কাক! তোমার পালকগুলি মেঘের চেয়েও কাল এবং চক্‌চকে"।

(৯) ঘটা (বি)—সমূহ।

কিবা কৃষ্ণবর্ণ পুচ্ছ (১) (ক)!
সুকেশীর (২) কেশ-গুচ্ছ (৩)
বিননিলে (৪) তবু নয় এমন চিকণ (৫)! (ক)
এমন সুন্দর পাখী
কার না জুড়ায় আঁখি (৬)?
কিন্তু হায়, এই বড় দুঃখের বিষয়,—
মধুর কণ্ঠের (৭) স্বর (৮)
বঞ্চিত (৯) বিহগ-বর (১০);
নতুবা (১১) মূকের (১২) মত মৌনী (১৩) কেন রয়?

---

(১) পুচ্ছ (বি)—ল্যাজ।

(ক) অর্থ:—"কিবা কৃষ্ণবর্ণ......চিকণ"—তোমার ল্যাজ স্ত্রীলোকের সুন্দর বেণী-পাকান চুলের চেয়েও সুন্দর।

(২) সুকেশীর (বি)—যে স্ত্রীলোকের চুলগুলি খুব ভাল।

(৩) কেশ-গুচ্ছ (বি)—চুলের গোছা।

(৪) বিননিলে (ক্রি)—বেণী তৈয়ারী করিলে।

(৫) চিকণ (বিণ)—সুন্দর, চক্‌চকে।

(৬) আঁখি (বি)—চক্ষুঃ।

(৭) কণ্ঠের (বি)—গলার।

(৮) স্বর (বি)—আওয়াজ।

(৯) বঞ্চিত (বিণ)—বিহীন, রহিত, শূন্য।

(১০) বিহগ-বর (বি)—পাখীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

(১১) নতুবা (অ)—না হইলে।

(১২) মূক (বিণ, এখানে বি)—বোবা।

(১৩) মৌনী (বিণ)—নির্ব্বাক্, নীরব।

অথবা যে শিশুকালে (ক)
কুলায়ে (১) কোকিলে পালে (২)
শিখায় মধুর-স্বরে করিতে কূজন (৩) ; (ক)
সঙ্গীতে (৪) নিপুণ (৫) সেই,
ইহাতে সংশয় (৬) নেই,
হে পাখি ! বিনয় (৭) করি, রাখ হে বচন(৮),—
"একবার মুক্ত-স্বরে (৯)
অমিয় (১০) বর্ষণ ক'রে, (১১)
গানে বিমোহিত (১২) কর মানস (১৩) সবার (১৪)।

(ক) অন্বয় :—"অথবা .....কূজন" :—অথবা যে (কাক) কোকিলে শিশুকালে কুলায়ে পালন করে, সে মধুর-স্বরে কূজন করিতে শিখায়।

(১) কুলায়ে (বি)—বাসায়।

(২) পালে (ক্রি)-পালন করে।

(৩) কূজন করিতে (ক্রি)—শব্দ করিতে।

(৪) সঙ্গীতে (বি)—গানে। (৫) নিপুণ (বিণ)—পটু।

(৬) সংশয় (বি)—সন্দেহ।

(৭) বিনয় (বি)—অনুনয়। (৮) বচন (বি)—কথা।

(৯) মুক্ত-স্বরে (ক্রি বিণ)—উচ্চৈঃ-স্বরে।

(১০) অমিয় (বি)—অমৃত।

(১১) বর্ষণ ক'রে (ক্রি)—বর্ষণ করিয়া, ঢালিয়া।

(১২) বিমোহিত (বিণ)—বিমুগ্ধ, আনন্দিত।

(১৩) মানস (বি)—মন।

(১৪) সবার (সর্ব্ব)—সকলের।

বুল্‌বুলের যত গর্ব্ব (১) (ক)
তা হ'লে হইবে খর্ব্ব (২),
চূর্ণ (৩) হবে পাপিয়ার মিছে অহঙ্কার (৪) !" (ক)
শৃগালের চাটু-বাণী (৫)
মনে সত্য অনুমানি' (৬)
যেমন গরবে (৭) কাক আরম্ভিল (৮) গান,
কা কা রবে চঞ্চু (৯) নড়ে,
মিঠাই মাটিতে পড়ে,
শৃগাল লইয়া হে'সে করিল প্রস্থান (১০)।

(১) গর্ব্ব (বি)—অহঙ্কার।

(ক) অর্থ :—"বুল্‌বুলের……অহঙ্কার"—তোমার সুন্দর গান শুনিলে বুল্‌বুল ও পাপিয়া ভাল গান করে বলিয়া আর অহঙ্কার করিতে পারিবে না; কারণ তোমার গান তাহাদের গানের চেয়ে অনেক ভাল।

(২) খর্ব্ব (বিণ)—হীন, ছোট।

(৩) চূর্ণ (বিণ)—নষ্ট।

(৪) অহঙ্কার (বি)—গর্ব্ব।

(৫) চাটু-বাণী (বি)—খোসামুদে কথা।

(৬) অনুমানি' (ক্রি)—অনুমান করিয়া, মনে করিয়া।

(৭) গরবে (বি)—গর্ব্বে, অহঙ্কারে।

(৮) আরম্ভিল (ক্রি)—আরম্ভ করিল।

(৯) চঞ্চু (বি)—ঠোঁট।

(১০) প্রস্থান করিল (ক্রি)—চলিয়া গেল।

স্বকার্য্য (১) সাধিতে খল তোষামোদ (২) করে, (ক)
তাহে মুগ্ধ প্রতারিত (৩) বোধহীন (৪) নরে! (ক)

প্রশ্নাবলী।

(১৩) কাক ও শৃগাল।

১। বানান কর, অর্থ বল ও পদ-পরিচয় দাও:—

চঞ্চু-পুটে, উপজিল, ধূর্ত্ত-রাজ, কদাকার, বর্ত্তুল, বঙ্কিম, নীল-কান্ত-মণি-নিভ, ঘটা, মূক, কুলায়, অমিয়, চাটু-বাণী।

২। অন্বয় কর ও অর্থ বল:—

(ক) কিবা কৃষ্ণবর্ণ পুচ্ছ······নয় এমন চিকণ।

(খ) মধুর কণ্ঠের স্বর······মত মৌনী কেন রয়?

(গ) অথবা যে শিশু-কালে······স্বরে করিতে কূজন।

(ঘ) বুল্‌বুলের যত গর্ব্ব······পাপিয়ার মিছে অহঙ্কার।

৩। 'কাক ও শৃগাল' এই গল্পটী আপনার কথায় বল।

৪। শৃগাল কি বলিয়া কাকের তোষামোদ করিয়াছিল, তাহা বল।

---

(১) স্বকার্য্য (বি)—আপনার কাজ।

(২) তোষামোদ (বি)—খোসামোদ।

(ক) অর্থ:—"স্বকার্য্য......নরে":—খল লোক আপনার কাজের জন্য খোসামোদ করিয়া অনেক মিথ্যা কথা বলে। বোকা লোক সেই মিথ্যা কথাকেও সত্য ভাবিয়া ঠকিয়া যায়।

(৩) প্রতারিত (বিণ)—বঞ্চিত।

(৪) বোধহীন (বিণ)—বোকা, নির্ব্বোধ।

(১৪) স্বভাবের শোভা।

আহা, কিবা শোভাময় (১) এ ভব-ভবন (২) !
যখন যে দিকে চাই, জুড়ায় নয়ন।
দিবা নিশি রবি শশী প্রকাশি' গগনে (ক)
ভুবন উজ্জ্বল করে বিমল (৩) কিরণে (৪)। (ক)
স্থলজ (৫) কুসুম-গণে শোভা করে স্থল (৬),
সরোবরে শোভা পায় প্রফুল্ল (৭) কমল (৮)।
শ্যামল (৯) বিটপি-দল (১০) কিবা শোভা ধরে,
লতার ললিত-রূপ (১১) আঁখি (১২) মুগ্ধ করে।

---

(১) শোভাময় (বিণ)—শোভাযুক্ত।

(২) ভব-ভবন (বি) - ভব-রূপ (পৃথিবী-রূপ) ভবন (: বাড়ী)। পৃথিবীই যেন একখানি বাড়ী।

(ক) অন্বয় :—"দিবা .....কিরণে" :—রবি শশী দিবানিশি গগনে প্রকাশি' (প্রকাশিত হইয়া) বিমল কিরণে ভুবন উজ্জ্বল করে। অর্থ :—দিনে আকাশে সূর্য্য উঠে এবং রাত্রিতে চন্দ্র উঠে। তাহাদের সুন্দর আলোকে সমস্ত পৃথিবী আলোকিত হয়।

(৩) বিমল (বিণ)—সুন্দর। (৪) কিরণে (বি)—আলোকে।

(৫) স্থলজ (বিণ)—যাহা মাটীতে জন্মে। (৬) স্থল (বি)—মাটী।

(৭) প্রফুল্ল (বিণ)—ফুটন্ত, প্রস্ফুটিত।

(৮) কমল (বি)—পদ্ম ফুল। (৯) শ্যামল (বিণ)—কাল।

(১০) বিটপি-দল (বি)—গাছগুলি।

(১১) ললিত-রূপ (বি)—সুন্দর চেহারা।

(১২) আঁখি (বি)—চক্ষুঃ।

নীলবর্ণ জলনিধি (১) শোভার ভাণ্ডার (২) (ক)
হেরিয়া না হয় মন বিমোহিত (৩) কার ? (ক)
যে ক'রেছে কোন দিন গিরি (৪) আরোহণ, (খ)
সে জানে ভূধর-শোভা (৫) বিচিত্র (৬) কেমন ! (খ)
কোন স্থানে বেগবান্ (৭) স্রোতস্বতী-গণ (৮)—
অধোমুখে (৯) খর-বেগে (১০) বহে প্রতিক্ষণ (১১)।

(১) জলনিধি (বি)—সমুদ্র।

(২) ভাণ্ডার (বি)—আধার, পাত্র, ভাঁড়ার।

(ক) অন্বয় :—"নীলবর্ণ .....কার" :—শোভার ভাণ্ডার, নীলবর্ণ জলনিধি হেরিয়া কাহার মন বিমোহিত না হয় ?

(৩) বিমোহিত (বিণ)—মুগ্ধ, আনন্দিত।

(৪) গিরি (বি)—পর্ব্বত, পাহাড়।

(খ) অন্বয় :—"যে......কেমন" :—যে কোন দিন গিরি আরোহণ করিয়াছে, ভূধর-শোভা কেমন বিচিত্র, (তাহা) সে জানে।

(৫) ভূধর-শোভা (বি)—পাহাড়ের সৌন্দর্য্য।

(৬) বিচিত্র (বিণ)—অদ্ভুত, সুন্দর।

(৭) বেগবান্ (বিণ)—যাহার খুব বেগ আছে ; যে খুব জোরে চলে।

(৮) স্রোতস্বতী-গণ (বি)—নদী-সমূহ।

(৯) অধোমুখে (বি)—নীচের দিকে।

(১০) খর-বেগে (ক্রি-বিণ)—দ্রুত-বেগে, জোরে।

(১১) প্রতিক্ষণ (ক্রি-বিণ)—সর্ব্বদা।

কোন স্থানে চরিতেছে মাতঙ্গের (১) দল,
কোন স্থানে ক্রীড়া করে (২) কুরঙ্গ (৩) সকল।
এইরূপ জগতের শোভা-সমুদয়
হেরিয়া না হয় কার প্রফুল্ল (৪) হৃদয় (৫) ?

(পরিবর্ত্তিত)

(কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)

প্রশ্নাবলী।

(১৪) স্বভাবের শোভা।

১। বানান কর, অর্থ বল ও পদ-পরিচয় দাও :—

ভব-ভবন, স্থলজ, বিটপি-দল, ললিত-রূপ, স্রোতস্বতী, খর-বেগে, মাতঙ্গ, কুরঙ্গ, প্রফুল্ল।

২। অন্বয় কর ও অর্থ বল :—

(ক) নীলবর্ণ জলনিধি……মন বিমোহিত কার ?

(খ) এইরূপ জগতের শোভা……হয় কার প্রফুল্ল হৃদয় ?

৩। পৃথিবীর কোন্ কোন্ জিনিষ তোমার দেখিতে ভাল লাগে, এবং তাহা কেন ভাল লাগে, তাহাও বল।

---

(১) মাতঙ্গের (বি)—হাতীর।

(২) ক্রীড়া করে (ক্রি)—খেলা করে।

(৩) কুরঙ্গ (বি)—হরিণ।

(৪) প্রফুল্ল (বিণ)—আনন্দিত।

(৫) হৃদয় (বি)—মন।

(১৫) প্রার্থনা।

না মাগি(১) সুন্দর কায়(২) অর্থে মন নাহি ধায়(৩) (ক)
ভোগ-সুখে চিত (৪) রত নহে। (ক)
ঈশ্বর এ বর (৫) দিন, সুস্থ থাকি চিরদিন,
যেন মোর ধর্ম্মে মতি রহে।
ব্যাধি-হীন (৬) কলেবর (৭) শুদ্ধ-মতি (৮) নিরন্তর,
হ'লে আর অভাব কি আছে?

(১) মাগি (ক্রি)—চাই।
(২) কায় (বি)—শরীর।
(৩) ধায় (ক্রি)—ধাবিত হয়, দৌড়ায়।
(ক) অন্বয়ঃ—"না......নহে"ঃ—সুন্দর কায় মাগি না, অর্থে মন ধায় নাহি (না), ভোগ-সুখে চিত রত নহে (না)।
(৪) চিত (বি)—চিত্ত, মন।
(৫) বর (বি)—দেবতার নিকটে যাহা চাওয়া যায়।
(৬) ব্যাধি-হীন (বিণ)—রোগশূন্য, নীরোগ।
(৭) কলেবর (বি)—শরীর।
(৮) শুদ্ধ-মতি (বিণ)—শুদ্ধ (পবিত্র) মতি (মন, বুদ্ধি) যার।

সুখেতে সময় যাবে, ধনী কি এ সুখ পাবে, (ক)
চিন্তা, ভয়, সদা যার কাছে? (ক)

গদ্যে বা কথোপকথনে "মোর," "মোরে," "মোদের" ইত্যাদি পদ ব্যবহার করিলে গ্রাম্যতা-দোষ জন্মে। কিন্তু পদ্যে ঐ গুলির প্রচলন দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রশ্নাবলী।

(১৫) প্রার্থনা।

১। বানান কর ও অর্থ বল:—মাগি, ব্যাধি-হীন, শুদ্ধ-মতি, নিরন্তর।

২। অন্বয় কর ও অর্থ বল:—

(ক) ব্যাধি-হীন......অভাব কি আছে?

(খ) সুখেতে সময়......যার কাছে?

৩। কোন্ জিনিষ পাইলে তোমার সুখ হয়?

৪। তুমি ভগবানের নিকটে কোন্ জিনিষ পাইবার জন্য প্রার্থনা করিবে?

(ক) অন্বয়:—"সুখেতে .....কাছে":—সময় সুখেতে যাবে। যার কাছে সদা চিন্তা, ভয় (আছে), (সেই) ধনী কি এ সুখ পাবে? অর্থ:—যার শরীরে কোন রোগ নাই, এবং যার মন সকল সময় ধর্ম্মের দিকে আছে, পৃথিবীতে তার কোন অভাব নাই,—তার সময় খুব সুখে কাটে। ধনী লোকেও তার মত সুখ পায় না,—কারণ তাহার মনে সকল সময় চিন্তা ও ভয় থাকে।

নূতন সৃষ্টি।

(১৬) প্রভাত।

প্রভাত-সময়ে সুখ-শয্যা (১) পরিহরি' (২)
স্বভাবের শোভা কত বিলোকন করি (৩)।

পূর্ব্বদিকে আকাশের শোভা কব কিবা!
তরুণ-তপনে (৪) তপ্ত-কাঞ্চনের (৫) বিভা (৬)।

(১) সুখ-শয্যা (বি)—সুখের বিছানা।
(২) পরিহরি' (ক্রি)—পরিহার করিয়া, ছাড়িয়া।
(৩) বিলোকন করি (ক্রি)—দেখি।
(৪) তরুণ-তপন (বি)—নূতন সূর্য্য।
(৫) তপ্ত কাঞ্চনের (বি)—পোড়ান সোনার।
(৬) বিভা (বি)—শোভা।

তরু-শিরে (১) পাতাগুলি সোণার বরণ,
রঙ্গ-ভরে ক্রীড়া করে সহ সমীরণ।
সরোবরে হাস্য-মুখী (২) নলিনী (৩) সুন্দরী (ক)
শোভিতেছে নীহারের (৪) মুক্ত-হার পরি'। (ক)
মধু-গন্ধে অন্ধ হ'য়ে মধুকর-কুল (৫)
ঝাঁকে ঝাঁকে আসিতেছে হইয়া ব্যাকুল (৬)।
দিনমণি-আগমনে (৭) বিহঙ্গম (৮) যত
অহো! সুমধুর-স্বরে গান করে কত।

(১) তরু-শিরে (বি)—গাছের মাথায়।

(২) হাস্য-মুখী (বিণ)—যাহার মুখে হাসি আছে; প্রস্ফুটিত।

(৩) নলিনী (বি)—পদ্ম।

(ক) অর্থ:—"সরোবরে... ..পরি":—পদ্মের উপরি যে ফোঁটা ফোঁটা শিশির রহিয়াছে, তাহাতে মনে হইতেছে, যেন পদ্ম এক গাছি মুক্তার হার গলায় পরিয়াছে।

(৪) নীহারের (বি)—শিশিরের।

(৫) মধুকর-কুল (বি)—মৌমাছি গুলি।

(৬) ব্যাকুল (বিণ)—অস্থির।

(৭) দিনমণি-আগমনে (বি)—সূর্য্য উদিত হইলে।

(৮) বিহঙ্গম (বি)—পাখী।

ধরাতল (১) ছেদ করি' অন্ধকার-পাশ (২) (ক)
আপনার গুপ্ত দেহ করিল প্রকাশ। (ক)
নক্ষত্র-ভূষিতা নিশা পাইল বিলয় (৩),
আবার নূতন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয়!

প্রশ্নাবলী।

(১৬) প্রভাত।

১। বানান কর, অর্থ বল ও পদ-পরিচয় দাও :—সুখ-শয্যা, পরিহরি, তরুণ-তপন, হাস্য-মুখী, নলিনী, নীহার, মধুকর-কুল, দিনমণি এবং নক্ষত্র-ভূষিতা।

২। অন্বয় কর ও অর্থ বল :—

(ক) তরুশিরে......সমীরণ।

(খ) সরোবরে......পরি।

(গ) ধরাতল..... করিল প্রকাশ।

৩। আপনার কথায় 'প্রভাত'-কাল বর্ণনা কর।

(১) ধরাতল (বি)—পৃথিবী। (২) অন্ধকার-পাশ—অন্ধকার সকল।

(ক) অর্থ :—"ধরাতল......প্রকাশ" :—রাত্রিতে পৃথিবী অন্ধকারে ঢাকা ছিল; তাহাতে মনে হইতেছিল যে, পৃথিবী যেন একখানি জালে বাঁধা রহিয়াছে। এখন প্রাতঃকালে অন্ধকার চলিয়া যাওয়ায় পৃথিবীকে স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। ইহাতেই মনে হয় যে, পৃথিবী যেন তাহার সেই জাল ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে।

(৩) বিলয় (বি)—নাশ, ধ্বংস।

(১৭) মধ্যাহ্ন।

আর এক নব ভাব মধ্যাহ্ন-সময়,
সূর্য্যের যৌবন যাহে প্রকটিত (১) হয়।
পবন-সাহায্য (২) ল'য়ে প্রখর তপন (৩)
সর্ব্ব ঠাঁই (৪) জানাতেছে প্রতাপ (৫) আপন।
চরিতে না পারে পশু, তাপ লাগে গায়, (ক)
ক্ষুধা তৃপ্ত নয় তবু তরুতলে যায়। (ক)
নীরব (৬) বিহগ-কুল (৭) আকুল উত্তাপে,
শঙ্কিত (৮) বিস্মিত (৯) চণ্ড (১০) রবির প্রতাপে।

---

(১) প্রকটিত (বিণ)—প্রকাশিত।

(২) পবন-সাহায্য (বি)—বাতাসের সাহায্য।

(৩) তপন (বি)—সূর্য্য।

(৪) ঠাঁই (বি)—জায়গা, স্থান।

(৫) প্রতাপ (বি)—তেজ।

(ক) অর্থ :—"চরিতে .... যায়" :—রৌদ্রের তেজ খুব বেশী হওয়ায় পশুরা আর মাঠে চরিয়া ঘাস খাইতে পারিল না; তাই, পেট না ভরিতেই তাহারা আসিয়া গাছের তলায় দাঁড়াইল।

(৬) নীরব (বিণ)—নিঃশব্দ।

(৭) বিহগ-কুল (বি)—পক্ষি-সমূহ।

(৮) শঙ্কিত (বিণ)—ভীত।

(৯) বিস্মিত (বিণ)—আশ্চর্য্যান্বিত।

(১০) চণ্ড (বিণ)—ভীষণ, প্রখর।

কেবল "ফটিক জলে" চাতক (১) অধীর (২) (ক)
নীরদে(৩) কাতর-ভাবে(৪) যাচিতেছে নীর(৫)। (ক)
পিপাসার (৬) পরাক্রম (৭) প্রবল এখন,
থাকুক অন্যের কথা আপনি তপন (৮) (খ)
বিস্তারি' (৯) সহস্র-কর (১০) ব্যাকুল হইয়া
জলাশয় হ'তে লন্ সলিল (১১) শুষিয়া (১২)। (খ)

(১) চাতক (বি)—এক রকম পাখী। ইহা মেঘের জল খায়।

(২) অধীর (বিণ)—চঞ্চল, অস্থির।

(ক) অর্থ:—"কেবল......নীর"—চাতক-পাখী 'ফটিক-জল, ফটিক-জল' এই রূপ শব্দ করিতেছে। কবি বলিতেছেন, সে যেন গরমে অস্থির হইয়া মেঘের নিকটে জল-ভিক্ষা করিতেছে।

(৩) নীরদে (বি)—মেঘে।

(৪) কাতর-ভাবে (ক্রি-বিণ)—দুঃখিত-রূপে।

(৫) নীর (বি)—জল।

(৬) পিপাসা (বি)—পান করিবার ইচ্ছা; জল প্রভৃতি খাইবার ইচ্ছা।

(৭) পরাক্রম (বি)—বেগ, জোর। (৮) তপন (বি)—সূর্য্য।

(খ) অর্থ:—"থাকুক .....শুষিয়া"—রৌদ্রের জন্য সকলেই অস্থির হইয়াছে, এমন কি সূর্য্য পর্য্যন্ত অস্থির হইয়াছেন। মানুষ গরমে অস্থির হইলে যেমন হাত বাড়াইয়া জল গায়ে দেয়, সূর্য্য-দেব সেই রকম আপনার কিরণ দ্বারা জল শুষিয়া লইতেছেন। সূর্য্যের তাপে জল শুকিয়া যাইতেছে, কবি এই কথাই এইরূপে বলিলেন।

(৯) বিস্তারি' (ক্রি)—বিস্তার করিয়া, বাড়াইয়া।

(১০) সহস্র-কর (বি)—হাজার হাত, অথবা হাজার কিরণ।

(১১) সলিল (বি)—জল। (১২) শুষিয়া—শোষণ করিয়া।

প্রভাতের সেই ভাব কোথাও না রয়;
আবার নূতন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয়।

প্রশ্নাবলী।

(১৭) মধ্যাহ্ন।

১। বানান কর, অর্থ বল ও পদ-পরিচয় দাও :—পবন-সাহায্য, বিহগ-কুল, চঞ্চু, নীরদ, নীর, সহস্র-কর এবং সলিল।

২। অন্বয় ও অর্থ কর :—

(ক) আর এক……হয়।

(খ) পবন-সাহায্য ……প্রতাপ আপন।

(গ) কেবল ফটিক-জলে……নীর।

(ঘ) বিস্তারি'……সলিল শুষিয়া।

৩। 'মধ্যাহ্ন'-কালে বেশী গরম বোধ হয় কেন?

৪। আপনার কথায় 'মধ্যাহ্ন'-কালের বর্ণনা কর।

(১৮) সন্ধ্যা।

বেলা-অবসানে (১) দেখি প্রাচীন (২) তপন,
ধীরে ধীরে অস্তাচলে (৩) করেন গমন।

এ সময় অন্য-ভাব নিরখে (৪) নয়ন,—(ক)
সুন্দর রবির ছবি (৫) লোহিত-বরণ! (ক)

---

(১) বেলা-অবসানে (বি)—দিনের শেষে।

(২) প্রাচীন তপন (বি)—বুড়া সূর্য্য। সন্ধ্যার সময় সূর্য্য অস্ত গিয়া থাকেন। তাই তাঁহাকে বলা হইল 'প্রাচীন,' কারণ আর একটু পরেই তিনি মরিয়া যাইবেন অর্থাৎ অস্ত যাইবেন।

(৩) অস্তাচলে (বি)—অস্ত-নামক পর্ব্বতে।

(৪) নিরখে (ক্রি)—দেখে।

(ক) অন্বয়ঃ—"এ সময়......লোহিত-বরণ"—এ সময় নয়ন সুন্দর রবির লোহিত-বরণ ছবি অন্য-ভাবে দেখে।

(৫) ছবি (বি)—শোভা।

কাননে (১) কুসুম-কলি (২) বিকাশ-উন্মুখ (৩)
হেরিয়া (৪) অন্তরে (৫) অতি উপজয় (৬) সুখ।
দোলাইয়া মৃদু মৃদু গাছের পাতায়
সুশীতল সমীরণ শরীর জুড়ায়।
নীড়-স্থিত (৭) শাবকের (৮) দর্শন-উল্লাসে (৯)
কলরব (১০) করি' সব বিহঙ্গম (১১) আসে।
মাঠ হ'তে গুটি গুটি (১২) আসে গাভীগুলি,
পায় পায় চ'লে যায় উড়াইয়া ধূলি (১৩)।

(১) কাননে (বি)—বাগানে, বনে।
(২) কুসুম-কলি (বি)—ফুলের কুঁড়ি।
(৩) বিকাশ-উন্মুখ (বিণ)—আধ-ফুটন্ত ; যাহা এখনও সম্পূর্ণ ফোটে নাই।
(৪) হেরিয়া (ক্রি)—দেখিয়া।
(৫) অন্তরে (বি)—মনে।
(৬) উপজয় (ক্রি)—জন্মে।
(৭) নীড়-স্থিত (বিণ)—যাহারা নীড়ে (বাসায়) থাকে।
(৮) শাবক (বি)—ছানা, বাচ্ছা।
(৯) দর্শন-উল্লাসে (বি)—দেখিবার আনন্দে।
(১০) কলরব (বি)—শব্দ।
(১১) বিহঙ্গম (বি)—পাখী।
(১২) গুটি গুটি—ধীরে ধীরে।
(১৩) ধূলি (বি)—ধূলা।

ক্রমে রবি উপনীত (১) অন্তিম দশায় (২), (ক)
ধরণী (৩) ধূসর-বাসে (৪) আচ্ছাদিল (৫) কায় (৬)।
তারকা-বেষ্টিত(৭) শশী(৮) গগনে(৯) উদয়, (ক)
আবার নূতন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয়।

প্রশ্নাবলী।

(১৮) সন্ধ্যা।

১। বানান কর, অর্থ বল ও পদ-পরিচয় দাও:—প্রাচীন, অস্তাচল, ছবি, কুসুম-কলি, বিকাশ-উন্মুখ, নীড়-স্থিত, ধূসর-বাস এবং তারকা-বেষ্টিত।

(১) উপনীত (বিণ)—উপস্থিত।

(২) অন্তিম দশায় (বি)—শেষ অবস্থায়।

(ক) অর্থ:—"ক্রমে......উদয়"—ক্রমে সূর্য্য অস্ত গেল এবং চারিদিক্ হইতে অন্ধকার আসিয়া উপস্থিত হইল। আকাশে চন্দ্র উঠিল; এবং সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রের চারিদিকে নক্ষত্র আসিয়া দেখা দিল।

(৩) ধরণী (বি)—পৃথিবী।

(৪) ধূসর-বাসে (বি)—ফ্যাকাসে রং-এর কাপড়ে।

(৫) আচ্ছাদিল (ক্রি)—আচ্ছাদন করিল, ঢাকিল।

(৬) কায় (বি)—শরীর।

(৭) তারকা-বেষ্টিত (বিণ)—তারকার (নক্ষত্রের) দ্বারা বেষ্টিত (ঘেরা)।

(৮) শশী (বি)—চন্দ্র।

(৯) গগনে (বি)—আকাশে।

২। অন্বয় কর ও অর্থ বল ঃ—

(ক) এ সময় অস্ত......লোহিত-বরণ।

(খ) ক্রমে রবি......আচ্ছাদিল কায়।

৩। আপনার কথায় 'সন্ধ্যা'-কালের বর্ণনা কর।

(১৯) আকাশ-কুসুম। (১)

বণিকের পুত্র এক আমোদে (২) হেলায় (৩)
যাপিয়া (৪) যৌবন-কাল ধনের আশায়
ব্যবসা (৫) করিতে বড় করিল মনন (৬),
ঘটী বাটী বাঁধা দিয়ে ল'য়ে মূলধন (৭)।

(১) আকাশ-কুসুম (বি)—আকাশের ফুল ; প্রকৃত পক্ষে যাহার কোন অস্তিত্ব নাই, তাহাকেই 'আকাশ-কুসুম' কহে।

(২) আমোদে (বি)—আনন্দে।

(৩) হেলায় (বি)—অবহেলা করিয়া।

(৪) যাপিয়া (ক্রি)—যাপন করিয়া, কাটাইয়া।

(৫) ব্যবসা (বি)—বাণিজ্য। 'ব্যবসায়' শব্দই ঠিক।

(৬) মনন করিল (ক্রি)—মনে করিল ; ইচ্ছা করিল।

(৭) মূলধন (বি)—যে টাকা ব্যবসায়ে খাটান হয়, তাহাকে 'মূলধন' বলে।

কাচের বাসন পণ্য (১) বাছিয়া কিনিল,
নগরের মধ্যভাগে দোকান খুলিল।
সম্মুখে বাজরা রাখি' দেখাতে ক্রেতায় (২) (ক)
দেলে ঠেস দিয়া ব'সে পথ-পানে(৩) চায়। (ক)
এরূপ অলস-ভাবে (৪) কিন্তু কতক্ষণ
থাকিবেক মানবের সদা ব্যস্ত মন?
'লাভ হবে' এই আশা-বীজ (৫) অঙ্কুরিত (৬),
অপরূপ (৭) চিন্তা তার মানসে উদিত,—
এই যে বাসনগুলি—(ভাবে মনে মনে)—(খ)
'মনোহর সমুজ্জ্বল (৮) বিবিধ বরণে,

---

(১) পণ্য (বি)—বিক্রয় করিবার জিনিষ।

(২) ক্রেতায় (বি)—খরিদ-দারকে।

(ক) অন্বয়ঃ—"সম্মুখে......চায়"—ক্রেতাকে দেখাতে সম্মুখে বাজরা রাখিয়া দেলে (দেওয়ালে) ঠেস দিয়া বসিয়া পথ পানে চায়।

(৩) পথ পানে (বি)—পথের দিকে।

(৪) অলস-ভাবে (ক্রি-বিণ)—কোন কাজ না করিয়া; কুড়ে ভাবে।

(৫) আশা-বীজ (বি)—আশারূপ বীচি।

(৬) অঙ্কুরিত (বিণ)—যাহার কুঁড়ি জন্মিয়াছে। গাছ হইবার আগে যেমন বীজের কুঁড়ি হয়, ব্যবসায়ে উন্নতি হইবার আগে সেই রকম আশা জন্মিল। আশাই যেন উন্নতি-গাছের বীচি।

(৭) অপরূপ (বিণ)—অদ্ভুত।

(খ) অন্বয়ঃ—"এই......মন"—সে মনে মনে ভাবে, এই বিবিধ বরণে সমুজ্জ্বল বাসনগুলি ধনবতী বিবিদের মন আকর্ষণ করিবে।

(৮) সমুজ্জ্বল (বিণ)—চক্‌চকে।

আকর্ষিবে(১) ধনবতী(২) বিবিদের(৩) মন, (খ)
দ্বিগুণিত (৪) মূল্যে (৫) তারা করিবে গ্রহণ
দুনো লাভে দুনো পণ্য কিনিয়া আনিব,
পুনশ্চ দ্বিগুণ দরে বিক্রয় করিব।
এরূপে অধিক টাকা লাভ হবে যবে, (৬)
সামান্য বাসন বেচা ছেড়ে দিব তবে;
নীলাম হইতে দ্রব্য কিনিয়া সস্তায়
চারি-গুণ লাভে আমি ছেড়ে দিব তায়।
এইরূপে লাভে বৃদ্ধি পেলে মূল-ধন,
মদের দোকান এক খুলিব তখন।
সত্য বটে সুরা-পানে (৭) ঘটে অমঙ্গল (৮)
বুদ্ধি-ভ্রংশ (৯) দেহ-ক্ষয় (১০) আমোদের ফল;

(১) আকর্ষিবে (ক্রি)—আকর্ষণ করিবে, ভুলাইবে।
(২) ধনবতী (বিণ)—যাহাদের টাকা আছে।
(৩) বিবিদের (বি)—মেম-সাহেবদিগের।
(৪) দ্বিগুণিত (বিণ)—দ্বিগুণ।
(৫) মূল্যে (বি)—দামে।
(৬) যবে—যখন। তবে—তখন।
(৭) সুরাপানে (বি)—মদ খাওয়ায়।
(৮) অমঙ্গল (বি)—অনিষ্ট।
(৯) বুদ্ধি-ভ্রংশ (বি)—বুদ্ধি-নাশ; বুদ্ধি বিগড়াইয়া যাওয়া।
(১০) দেহ-ক্ষয় (বি)—দেহের ক্ষয়।

কিন্তু আজি কালি দেখি দেশের যে গতি (১),
মদ্য-পানে কাহার না জন্মিয়াছে মতি (২) ?
অর্থ (৩) দিয়া অনর্থের (৪) মূল এ গরল (ক)
অকাতরে (৫) কিনিবেক যুবক সকল। (ক)
লক্ষ টাকা যে সময় হইবে সঞ্চয় (৬),
সামান্য ব্যবসা করা উপযুক্ত নয়।
অংশীদার (৭) মিলাইয়া ইংরেজ জনেক,
বিলাতে চালান্ দিব সামগ্রী (৮) অনেক।
মোদক-দোকানে(৯) যথা মক্ষিকার(১০) পাল, (খ)
আমার নিকটে সদা ফিরিবে দালাল। (খ)

(১) গতি (বি)—অবস্থা। (২) মতি (বি)—ইচ্ছা।
(৩) অর্থ (বি)—টাকা। (৪) অনর্থের (বি)—অনিষ্টের।
(ক) অন্বয়ঃ—"অর্থ......সকল"—সকল যুবক অর্থ দিয়া অনর্থের মূল এ গরল (বিষ) অকাতরে কিনিবে। অর্থঃ—মদ বিষের মত অনিষ্ট করে; তবুও যুবকেরা ইহা অনায়াসে কিনিয়া থাকে।
(৫) অকাতরে (ক্রি-বিণ)—অনায়াসে।
(৬) সঞ্চয় হইবে (ক্রি)—জমান হইবে।
(৭) অংশীদার (বি)—ভাগী। (৮) সামগ্রী (বি)—জিনিষ।
(৯) মোদক-দোকানে (বি)—ময়রার দোকানে।
(১০) মক্ষিকা (বি)—মাছি।
(খ) অর্থঃ—"মোদক-দোকানে......দালাল":—ময়রার দোকানে যেমন পালে পালে মাছি আসিয়া জমে, আমারও কাছে সেই রকম অনেক ব্যবসাদারের নিকট হইতে অনেক দালাল আসিয়া জমিবে।

ভাল ক'রে যাতে হয় দ্রব্যের ওজন,
প্রার্থনা করিবে আসি' যত মহাজন।
আবশ্যক (১) না হলেও, যতেক কেরাণী
রাশি রাশি উপরোধ-পত্র (২) দিবে আনি। (ক)
বিস্তর (৩) করিয়া ব্যয় কলেজেতে যারা
দিন-রাত পরিশ্রমে হইয়াছে সারা,
পেয়েছে প্রতিষ্ঠা-পত্র (৪) বি-এ অভিধান (৫)
রাখিব তাদের শুদ্ধ (৬) কিঞ্চিৎ সম্মান।
তথাপি কর্ত্তব্য ভাবি' লইব পরীক্ষা,
কহিব,—"এখন কর কাজকর্ম্ম শিক্ষা;
যখন আমার হবে লোক-প্রয়োজন,
অবশ্যই (৭) নির্দ্ধারিত করিব (৮) বেতন"।

---

(১) আবশ্যক (বিণ)—দরকারী।

(২) উপরোধ-পত্র (বি)—অনুরোধের চিঠি।

(ক) অর্থ :—"রাশি......আনি"—(যতেক কেরাণী) চাকরি পাইবার জন্য বহু সুপারিস চিঠি লইয়া আসিবে।

(৩) বিস্তর (বি, এখানে বিণ)—অনেক।

(৪) প্রতিষ্ঠা-পত্র (বি)—সার্টিফিকেট, প্রশংসা-পত্র।

(৫) অভিধান (বি)—নাম, উপাধি।

(৬) শুদ্ধ (বিণ)—কেবল।

(৭) অবশ্যই (ক্রি-বিণ)—নিশ্চিত।

(৮) নির্দ্ধারিত করিব (ক্রি)—ঠিক করিব।

তোষামোদে তুষিবেক অনুজীবি-গণ, (১)
করিবেক উপরোধ বিবাহ-কারণ।
মাতা আসি' কহিবেন,—"বড় সাধ মনে,
পুত্র-বধূ-পৌত্র-মুখ-চন্দ্র-নিরীক্ষণে (২)।"
দেখাতে সকলে আমি মাতৃ-আজ্ঞাবহ (৩),
পালিব (৪) তাঁহার আজ্ঞা (৫), করিব বিবাহ।
সুবিখ্যাত (৬) কোন এক জমিদার-সুতা (৭) (ক)
বিনিন্দিত-শরদিন্দু-সুরূপ-সংযুতা (৮)

---

(১) অনুজীবি-গণ (বি)—ভৃত্য-সমূহ, আশ্রিত লোক সকল।

(২) পুত্র-বধূ-পৌত্র-মুখ-চন্দ্র-নিরীক্ষণে (বি)—ছেলের স্ত্রী এবং নাতির চন্দ্রবৎ সুন্দর মুখ দেখিবার জন্য।

(৩) মাতৃ-আজ্ঞাবহ (বিণ)—যে মায়ের কথা মানিয়া চলে।

(৪) পালিব (ক্রি)—পালন করিব।

(৫) আজ্ঞা (বি)—আদেশ, হুকুম।

(৬) সুবিখ্যাত (বিণ)—সুপ্রসিদ্ধ।

(৭) জমিদার-সুতা (বি)—জমিদারের মেয়ে।

(ক) অর্থ :—"সুবিখ্যাত......ভাগ্যবান্"—পরম-সুন্দরী এক জমিদারের কন্যা আমার গলায় মালা দিয়া আমাকে বিবাহ করিবে; আর আমার মত ভাগ্যবান্ লোককে বিবাহ করায় তাহার পিতা ভাবিবে, আমার কত সৌভাগ্য! কারণ আমার ভাগ্য ভাল না হইলে আমার মেয়ে এমন ধনবান্ বর পাইত না।

(৮) বিনিন্দিত-শরদিন্দু-সুরূপ-সংযুতা (বিণ)—যার রূপ, শরৎকালের চন্দ্রের রূপকেও নিন্দা করে, অর্থাৎ শরৎ-কালের অতি সুন্দর চন্দ্রের চেয়েও যার রূপ সুন্দর।

সাদরে (১) আমারে মাল্য (২) করিবে প্রদান,
পিতা তার মানিবেক কত ভাগ্যবান্। (ক)
কিরূপে প্রসন্ন (৩) হবে পতির অন্তর (৪),
নব-বধূ (৫) এ চেষ্টায় রবে নিরন্তর।
আমি কিন্তু (যে প্রকার দেশের পদ্ধতি (৬),
কেবা প্রদর্শয় (৭) মান স্ত্রীজাতির প্রতি।)
অল্পমাত্র কারণ অথবা অকারণে
সতত শাসিব (৮) তারে কর্কশ-বচনে (৯)।
এইরূপে তিরস্কৃত (১০) হ'য়ে একদিন
বিষাদে (১১) বদন খানি (১২) করিয়া মলিন

---

(১) সাদরে (ক্রি-বিণ)—আদরের সহিত।
(২) মাল্য (বি)—মালা।
(৩) প্রসন্ন (বিণ)—সুখী।
(৪) অন্তর (বি)—মন।
(৫) নববধূ (বি)—নূতন বৌ।
(৬) পদ্ধতি (বি)—নিয়ম।
(৭) প্রদর্শয় (ক্রি)—দেখায়।
(৮) শাসিব (ক্রি)—শাসন করিব।
(৯) কর্কশ-বচনে (ক্রি-বিণ)—কটু কথায়।
(১০) তিরস্কৃত (বিণ)—যাহাকে তিরস্কার করা (গালাগালি দেওয়া) হইয়াছে।
(১১) বিষাদে (বি)—দুঃখে।
(১২) বদন খানি (বি)—মুখ খানি।

আসিবে সাধিতে যবে ধরিয়া চরণ
(কখনই লঘু (১) নহে পুরুষের মন)
এই পদাঘাতে (২) দূরে খেদাইব (৩) তারে।
যেমন মনন (৪), মূর্খ কাজে তাই করে।
কল্পিত (৫) ভার্য্যারে (৬) রোষে (৭) দিতে তাড়াইয়া
চরণ-আঘাতে তার পথে গড়াইয়া
পড়িল বাসন গুলি,—সব চূরমার,
সুখ-স্বপ্ন-ভঙ্গ (৮), মুখে ধ্বনি হাহাকার (৯)!

(১) লঘু (বিণ)—নীচ, ছোট।
(২) পদাঘাতে (বি)—পায়ের ঘায়ে, লাথিতে।
(৩) খেদাইব (ক্রি)—তাড়াইব।
(৪) মনন (বি)—চিন্তা, ইচ্ছা।
(৫) কল্পিত (বিণ)—মনে ভাবা, মন-গড়া, যাহা সত্য নয়।
(৬) ভার্য্যারে (বি)—স্ত্রীকে।
(৭) রোষে (বি)—ক্রোধে।
(৮) সুখ-স্বপ্ন-ভঙ্গ (বি)—সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গা, সুখের চিন্তা দূর হইয়া যাওয়া।
(৯) হাহাকার (বি)—'হায় হায়' এই শব্দ; 'হায় হায় আমার সব গেল' এই শব্দ।

দুর্ভাগ্য (১) বণিক্! (২) আহা আশার ছলনে (৩) (ক)
যা ছিল সম্বল (৪), তুমি ঠেলিলে চরণে! (ক)

এই সন্দর্ভটীতে আমাদের দেশের কতকগুলি আচার-ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষ আছে; শিক্ষক মহাশয় সেই গুলির দূষণীয়তা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিবেন।

প্রশ্নাবলী।

(১৯) আকাশ-কুসুম।

১। বানান কর, অর্থ বল ও পদ-পরিচয় দাও:—যাপিয়া, মনন, পথপানে, অপরূপ, সুরাপানে, বুদ্ধিভ্রংশ, মোদক-দোকানে, উপরোধ-পত্র, পুত্র-বধূ-পৌত্র-মুখ-চন্দ্র-নিরীক্ষণ, কল্পিত এবং সুখ-স্বপ্ন।

২। অন্বয় কর ও অর্থ বল:—

(ক) লাভ হবে .....উদিত।

(খ) অর্থ দিয়া······সকল।

(গ) মোদক-দোকানে......দালাল।

(ঘ) কল্পিত ভার্য্যারে.........হাহাকার।

৩। এই গল্পটী আপনার কথায় বল।

৪। মদ খাইলে কি ক্ষতি হয়, তাহা বুঝাইয়া দাও।

---

(১) দুর্ভাগ্য (বিণ)—যাহার কপাল খারাপ।

(২) বণিক্ (বি)—ব্যবসায়ী।

(৩) আশার ছলনে—আশার বঞ্চনায়, অর্থাৎ আশায় ভুলিয়া।

(ক) অন্বয়:—"দুর্ভাগ্য······চরণে"—আহা দুর্ভাগ্য বণিক্! তুমি আশার ছলনে যাহা কিছু সম্বল ছিল, তাহা চরণে ঠেলিলে।

(৪) সম্বল (বি)—পুঁজি, অবলম্বন।

(২০) পাপের সুখ।

রসনা (১) সুতৃপ্ত (২) বটে মিষ্ট রসে হয়, (ক)
উদরের (৩) পীড়া কিন্তু জনমে নিশ্চয় ;
আপাত-মধুর (৪) পাপ কার্য্য-কালে বটে,
পরিণামে (৫) পরিতাপ (৬) অবশ্যই ঘটে। (ক)

প্রশ্নাবলী।

(২০) পাপের সুখ।

১। বানান কর, অর্থ বল ও পদ-পরিচয় দাও :—রমণী, উদর, আপাত-মধুর এবং পরিণাম।

২। অন্বয় কর ও অর্থ বল :—
আপাত-মধুর......অবশ্যই ঘটে।

৩। পাপ-কার্য্য করা অনুচিত কেন ?

(১) রসনা (বি)—জিহ্বা।

(২) সুতৃপ্ত (বিণ)—সুখী।

(ক) অন্বয় :—"রসনা......ঘটে"—মিষ্ট রসে রসনা সুতৃপ্ত হয় বটে, কিন্তু (তাহাতে) নিশ্চয় উদরের পীড়া জন্মে। পাপ কার্য্য-কালে আপাত-মধুর বটে, (কিন্তু) পরিণামে অবশ্যই পরিতাপ ঘটে (জন্মে)।

(৩) উদরের (বি)—পেটের।

(৪) আপাত-মধুর (বিণ)—প্রথমে মধুর অর্থাৎ সুখের, কিন্তু শেষে দুঃখের বিষয়।

(৫) পরিণামে (বি)—শেষে।

(৬) পরিতাপ (বি)—দুঃখ।

(২১) উদ্যম-শীলতা। (১)

কি কারণ, ভীরু! (২) তব মলিন বদন?
যতন করহ, লাভ হইবে রতন।
কেন পান্থ! (৩) ক্ষান্ত হও হে'রে দীর্ঘ পথ? (ক)
উদ্যম বিহনে (৪) কার পূরে মনোরথ (৫)? (ক)
কাঁটা হেরি' ক্ষান্ত কেন কমল (৬) তুলিতে? (খ)
দুঃখ বিনা সুখ-লাভ হয় কি মহীতে (৭)? (খ)

(১) উদ্যম-শীলতা (বি)—কাজে উদ্যোগ করিবার স্বভাব।

(২) ভীরু (বিণ, এখানে বি)—ভীত জন।

(৩) পান্থ (বি)—পথিক।

(ক) অন্বয় :—"কেন......মনোরথ"—হে পান্থ! দীর্ঘ পথ হেরিয়া কেন ক্ষান্ত হও? কার মনোরথ উদ্যম বিহনে পূরে (পূর্ণ হয়)?

(৪) উদ্যম বিহনে—বিনা চেষ্টায়।

(৫) মনোরথ (বি)—ইচ্ছা।

(৬) কমল (বি)—পদ্ম।

(খ) অর্থ :—"কাঁটা......মহীতে"—পদ্ম-ফুল তুলিতে যাইয়া তাহার কাঁটা দেখিয়া ফিরিয়া আসা উচিত নয়। কারণ, কাঁটার ভয় পাইলে সুন্দর পদ্ম-ফুল পাওয়া যাইবে না। প্রথমে দুঃখ না পাইলে শেষে সুখ পাওয়া যায় না।

(৭) মহীতে (বি)—পৃথিবীতে।

প্রশ্নাবলী।

(২১) উদ্যম-শীলতা।

১। বানান কর, অর্থ বল ও পদ-পরিচয় দাও :—উদ্যম-শীলতা, ভীরু, কমল এবং মহী।

২। অন্বয় কর ও অর্থ বল :—

(ক) কাঁটা হেরি .....মহীতে ?

(খ) কেন পান্থ......মনোরথ ?

৩। কি গুণ থাকিলে পৃথিবীতে বড় কাজ করা যায় ?

৪। উদ্যম-শীলতা না থাকিলে ক্ষতি কি ?

৫। উদ্যম-শীলতা থাকার প্রয়োজন কি ?

(২২) শরদ্‌-বর্ণন।

রমণীয়-বেশে (১) ঋতু (২) শরৎ (৩) আইল।
নাহি বৃষ্টি অবিরল (৪) পথে আর নাহি জল
পথিকের ক্লেশ দূর হ'ল।

(১) রমণীয়-বেশে (বি)—সুন্দর বেশ-ভূষায়।

(২) ঋতু (বি)—কাল ; যথা, গ্রীষ্ম-কাল, বর্ষা-কাল, শীত-কাল, প্রভৃতি। দুই মাসে এক ঋতু হয়। এক বৎসরে ছয়টী ঋতু—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত।

(৩) শরৎ (বি)—একটী ঋতুর নাম।

(৪) অবিরল (বিণ)—অবিশ্রান্ত, ঘন।

প্রভাত-সময়ে কিবা রবির উজ্জ্বল বিভা (১)
পূর্ব্বদিকে প্রকাশিত হয়,
পাখীগণ হৃষ্টমন (২) করে মিষ্ট আলাপন (৩)
শুনে কত হর্ষ (৪) উপজয় (৫)।
সরোবরে সুবিমল (৬) বিকসিত (৭) শতদল (৮)
নিরুপম (৯) শোভার সদন (১০)।
চারিদিক্ আমোদিয়া (১১) সৌরভের (১২) ভার নিয়া
মন্দ মন্দ বহে সমীরণ।
মধুপানে মধুকর (১৩) করে গুন্ গুন্ স্বর,
মধু পিয়ে (১৪) স্বর মধুমাখা।

(১) বিভা (বি)—কিরণ। (২) হৃষ্টমন (বিণ)—আনন্দিত।
(৩) আলাপন করে (ক্রি)—কথা বলে, (এখানে) শব্দ করে।
(৪) হর্ষ (বি)—আনন্দ। (৫) উপজয় (ক্রি)—জন্মে।
(৬) সুবিমল (বিণ)—সুন্দর।
(৭) বিকসিত (বিণ)—প্রস্ফুটিত। (৮) শতদল (বি)—পদ্ম।
(৯) নিরুপম (বিণ)—যাহার উপমা (তুলনা) হয় না।
(১০) সদন (বি)—গৃহ, আধার, স্থান।
(১১) আমোদিয়া (ক্রি)—আমোদিত করিয়া, গন্ধযুক্ত করিয়া।
(১২) সৌরভের (বি)—সুগন্ধের।
(১৩) মধুকর (বি)—মৌমাছি।
(১৪) পিয়ে (ক্রি)—পান করিয়া।

আহারেতে রত মন, সন্তরিছে (১) হংসগণ
বক্ষোদেশে (২) বদ্ধ দুই পাখা।
হরিত-ধান্যের (৩) ক্ষেত্র, দৃষ্টিমাত্র সুখী নেত্র (৪)
আনন্দিত কৃষক-নিচয় (৫)
নাহি চায় সুখ-সেব্য (৬) বিলাস-সাধন দ্রব্য (৭)
কৃষি-লব্ধ শস্যে তুষ্ট হয়।
নির্ব্বিবাদে (৮) দিনকর (৯) দেন সমুজ্জ্বল কর (১০)
মেঘে নয় কলেবর (১১) ঢাকা,
প্রতাপ গিয়াছে তার, শরতের অধিকার
এ সময় সার মাত্র ডাকা!
কখন দুঃখিত মনে প্রাণপণ আকিঞ্চনে (১২)
ফোঁটা কত করে বরিষণ (১৩),

(১) সন্তরিছে (ক্রি)—সন্তরণ করিতেছে, সাঁতরাইতেছে।
(২) বক্ষোদেশে (বি)—বুকে।
(৩) হরিত-ধান্যের (বি)—সবুজ-রং এর ধানের। হরিত=হরিং।
(৪) নেত্র (বি)—চক্ষুঃ।
(৫) কৃষক-নিচয় (বি)—সকল চাষা।
(৬) সুখ-সেব্য (বিণ)—যাহা সুখে ভোগ করা যায়।
(৭) দ্রব্য (বি)—জিনিষ।
(৮) নির্ব্বিবাদে (ক্রি-বিণ)—নিশ্চিন্ত-মনে; নির্ব্বিঘ্নে।
(৯) দিনকর (বি)—সূর্য্য। (১০) কর (বি)—কিরণ।
(১১) কলেবর (বি)—শরীর। (১২) আকিঞ্চনে (বি)—যত্নে।
(১৩) বরিষণ করে (ক্রি)—বর্ষণ করে, ঢালে।

সেই (ক) জলে রবিকর প্রতিভাত (১) হ'লে পর,
হয় ইন্দ্র-ধনুর (২) সৃজন (৩)। (ক)
সপ্তবর্ণ (৪) মনোহর, সুচিত্রিত কলেবর
ধনুখানি দূরে প্রসারিত (৫);
এ ধনু কৌশলে (৬) যাঁর, তাঁর শিল্প (৭) চমৎকার,
ধন্য শক্তি তুলনা-রহিত (৮)!
দিন-অবসান (৯) হ'লে, রবি অস্তাচলে চলে,
সে সময় পশ্চিম আকাশ
নিরখি' প্রফুল্ল আঁখি, বিস্মিত (১০) হইয়া দেখি,
কত চিত্র রয়েছে প্রকাশ!

(ক) অন্বয়ঃ—"সেই......সৃজন"—রবিকর সেই জলে প্রতিভাত হইলে ইন্দ্র ধনুর সৃজন (সৃষ্টি) হয়।

(১) প্রতিভাত (বিণ)—প্রতিফলিত।

(২) ইন্দ্র-ধনুর (বি)—রাম-ধনুর।

(৩) সৃজন (বি)—সৃষ্টি। এই কথাটী ভুল, 'সর্জ্জন' কথাটী ঠিক।

(৪) সপ্তবর্ণ (বি)—সাত-রঙা।

(৫) প্রসারিত (বিণ)—বিস্তৃত।

(৬) কৌশলে (বি)—চতুরতায়, দক্ষতায়।

(৭) শিল্প (বি)—কারিকুরি।

(৮) তুলনা-রহিত (বিণ)—যাহার তুলনা নাই।

(৯) অবসান (বি)—শেষ, সমাপ্তি।

(১০) বিস্মিত (বিণ)—আশ্চর্য্যান্বিত।

লোহিত-বরণ (ক) করী (১) কৃষ্ণবর্ণা কৃশোদরী (২)
সিংহী তার ধাইতেছে লোভে;
কোন স্থানে মহীধর (৩) সুবর্ণের শৃঙ্গধর (৪)
কোথা বা পতাকা (৫) রথে শোভে!
ধন্য সেই চিত্রকর (৬)! নয়নের প্রীতিকর (৭)
ছবিগুলি যাহার লিখন,

(ক) **অর্থ:**—"লোহিত-বরণ.........শোভন"—শরৎ-কালে সন্ধ্যার সময় আকাশে নানা বর্ণের মেঘ দেখিয়া মনে হয়, যেন ভগবান্ আকাশের গায়ে নানা রকম ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছেন। কোন স্থানে দেখা যায় যে, একটী সিংহী যেন একটী হাতীকে তাড়া করিয়াছে। কোথাও দেখা যায়, যেন একটী বড় পর্ব্বত রহিয়াছে, এবং তার চূড়াগুলি সোণার। কোথাও বা দেখা যায়, যেন রথের উপরি নিশান উড়িতেছে। এই ছবিগুলি তৈয়ারী করিতে ভগবানের কোন তুলির দরকার হয় নাই। বিনা তুলিতেই তিনি এই সব সুন্দর ছবি আঁকিয়াছেন। তাঁহার শক্তি অতি অদ্ভুত।

(১) করী (বি)—হাতী। স্ত্রী—করিণী।
(২) কৃশোদরী (বিণ)—যাহার পেট ছোট, ক্ষীণাঙ্গী।
(৩) মহীধর (বি)—পর্ব্বত।
(৪) শৃঙ্গধর (বিণ)—যাহার চূড়া আছে।
(৫) পতাকা (বি)—নিশান।
(৬) চিত্রকর (বি)—যে চিত্র (ছবি) করে (আঁকে)।
(৭) প্রীতিকর (বিণ)—যে প্রীতি (আনন্দ) করে (জন্মায়)।

তুলি (১) নাহি তুলি' (২) করে, কেবল কৌশল করে,
চিত্রখানি পরম শোভন (৩) ! (ক)
ক্রমে রবি অস্ত (৪) যায়, গগনে প্রকাশ পায়,
দুই এক নক্ষত্র-বিভাস (৫)
দেখিতে দেখিতে কত, দীপ্তিমতী (৬) শত শত
দীপমালা (৭) পাইল প্রকাশ।
হে মানব ! (ক) একবার ঊর্দ্ধদিকে চমৎকার
কিবা শোভা কর বিলোকন (৮) ; (ক)
গণিয়া না শেষ হয় জ্যোতিষ্মান্ (৯) সমুদয়
তারাগুলি জ্বলিছে কেমন !

---

(১) তুলি (বি)—ছবি আঁকিবার তুলি।

(২) তুলি' (অস-ক্রি)—তুলিয়া লইয়া।

(৩) শোভন (বিণ)—সুন্দর, শোভা-জনক।

(৪) অস্ত (বি)—অস্ত-নামক পর্ব্বত ; সন্ধ্যার সময় সূর্য্য এই পর্ব্বতে যায়।

(৫) নক্ষত্র-বিভাস (বি)—নক্ষত্রের আলোক।

(৬) দীপ্তিমতী (বি)—যাহার দীপ্তি (আলোক) আছে।

(৭) দীপ-মালা (বি)—আলোক-সমূহ।

(ক) অন্বয় :—"হে মানব......বিলোকন"—হে মানব ! ঊর্দ্ধদিকে কিবা চমৎকার শোভা, তাহা বিলোকন কর।

(৮) বিলোকন কর (ক্রি)—দেখ।

(৯) জ্যোতিষ্মান্ (বিণ)—যাহার জ্যোতিঃ (দীপ্তি, আলোক) আছে।

সিত-পক্ষে (১) নিশা-কালে, শুভ্র-শশি-কর-জালে (২)
শোভিত ধরণী (৩) সব ঠাঁই!
চকোরের (৪) তৃপ্তিকর (৫) সুবিমল শশধর (৬) (ক)
নিরখিয়া কত প্রীতি পাই।

প্রশ্নাবলী।

(২২) শরদ্-বর্ণন।

১। বানান কর, অর্থ-বল ও পদ-পরিচয় দাও :—রমণীয়, বক্ষো-দেশ, নির্ব্বিবাদে, তুলনা-রহিত, কৃশোদরা, মহীধর, জ্যোতিষ্মান্ এবং শশধর।

(১) সিত-পক্ষে (বি)—শুক্ল-পক্ষে

(২) শশি-কর-জালে (বি)—শশীর (চন্দ্রের) কর-জালে (কিরণ-সমূহে)।

(৩) ধরণী (বি)—পৃথিবী।

(৪) চকোর (বি)—এক রকম পাখী। ইহা চন্দ্রের জ্যোৎস্না খায়, এরূপ প্রবাদ আছে।

(৫) তৃপ্তিকর (বিণ)—যে তৃপ্তি (আনন্দ) করে (জন্মায়)।

(৬) শশধর (বি)—চন্দ্র।

(ক) অর্থ :—"চকোরের······শশধর"—কবিগণ বলেন, চকোর চন্দ্রের জ্যোৎস্না পান করে। এই জন্য চন্দ্র উঠিলে চকোরের খুব আনন্দ হয়।

২। অন্বয় কর ও অর্থ বল।

(ক) চারিদিক্ ...সমীরণ।

(খ) প্রতাপ গিয়াছে ...ডাকা।

(গ) লোহিত-বরণ.... রথে শোভে।

(ঘ) ধন্য সেই.........পরম-শোভন।

৩। 'শরৎ'-কালে দেশের অবস্থা কিরূপ হয়, তাহা আপনার কথায় বল।

(২৩) পলায়িত গাভী।

একে কৃষ্ণপক্ষ-নিশি (১) ঘোর অন্ধকার,
চারিদিক্ মেঘাচ্ছন্ন (২) তাহাতে আবার ;
বিস্তৃত (৩) প্রান্তর (৪), তার দুই পাশে বন,
একাকী কৃষক করে সে পথে গমন।
পয়স্বিনী (৫) গাভী তার গিয়াছে কোথায়,
অন্বেষণে (৬) ব্যস্ত মন, চারিদিকে চায়।

(১) কৃষ্ণপক্ষ-নিশি (বি)—কৃষ্ণ-পক্ষের রাত্রিতে।

(২) মেঘাচ্ছন্ন (বি)—মেঘে ঢাকা।

(৩) বিস্তৃত (বিণ)—চওড়া।

(৪) প্রান্তর (বি)—মাঠ।

(৫) পয়স্বিনী (বিণ)—দুগ্ধবতী।

(৬) অন্বেষণে (বি)—খোঁজ করিতে।

হেন কালে বৃষ্টি সহ বায়ু বহমান (১),
কেমনে হইবে আর গাভীর সন্ধান (২)!
বিশেষতঃ এইরূপ জনশ্রুতি (৩) আছে,
ভূত বাস করে তথা অশ্বত্থের গাছে;
বিকট-আকৃতি (৪) সেই নিপট (৫) নিদয় (৬),
পড়িলে তাহার হাতে মরণ নিশ্চয়।
সে দিন সন্ধ্যার কালে পান্থ (৭) এক জন
বিপাকে (৮) অকালে (৯) হায়! হারালে জীবন।
ভুলায়ে লইয়া গিয়া পুকুরের পাড়,
শোণিত (১০) শুষিয়ে খেয়ে দিয়াছে আছাড়।
দক্ষিণে অশ্বত্থ সেই, বামে জলাশয়
দেখিয়া চাষার মনে উপজিল (১১) ভয়;

(১) বহমান (বিণ)—যাহা বহিতে থাকে।
(২) সন্ধান (বি)—খোঁজ।
(৩) জনশ্রুতি (বি)—প্রবাদ।
(৪) বিকট-আকৃতি (বিণ)—বিকট (ভীষণ) আকৃতি (চেহারা) যার।
(৫) নিপট (বিণ)—অত্যন্ত কুটিল।
(৬) নিদয় (বিণ)—নির্দ্দয়, দয়াশূন্য।
(৭) পান্থ (বি)—পথিক। (৮) বিপাকে (বি)—বিপদে।
(৯) অকালে (বি)—অসময়ে।
(১০) শোণিত (বি)—রক্ত।
(১১) উপজিল (ক্রি)—জন্মিল।

ভূত-ভয়-হারী (১) রাম-নাম মুখে বলে,
সাহসে করিয়া ভর দ্রুত-পদে চলে!
জীবমাত্র (২) লক্ষ্য (৩) নাহি হয় কোন স্থানে,
কাহার চরণ-শব্দ (৪) উত্তরিল (৫) কাণে?
কে আসে পশ্চাতে? আর নাহিক সংশয় (৬),
ভূত বিনা কেবা হাঁটে মাঠে এ সময়?
এইবার ভাবে চাষা নিশ্চিত মরণ, (ক)
নিষ্ঠুর (৭) বিধির (৮) এই কপালে লিখন! (ক)
শরীরে থাকিলে শক্তি, তবু কে কোথায়
পড়িয়া ভূতের হাতে ছাড়িয়া পলায়?
তথাপি প্রাণের আশা নাহি ত্যাগ করে,
ঘন ঘন রাম-নাম (৯) বলে উচ্চৈঃ-স্বরে (১০);

(১) ভূত-ভয়-হারী (বিণ)—যাহাতে ভূতের ভয় দূর হয়।
(২) জীবমাত্র (বি)—কোন প্রাণী পর্য্যন্তও।
(৩) লক্ষ্য (বিণ)—দৃষ্টি করিবার যোগ্য।
(৪) চরণ-শব্দ (বি)—পায়ের শব্দ।
(৫) উত্তরিল (ক্রি)—পৌঁছিল। (৬) সংশয় (বি)—সন্দেহ।
(ক) অর্থ:—"এইবার......লিখন"—এইবার চাষা ভাবিল, নিষ্ঠুর ও কপট ভগবান্ ভূতের হাতে মরণই আমার কপালে লিখিয়াছেন।
(৭) নিঠুর (বিণ)—নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়।
(৮) বিধি (বি)—ভগবান্।
(৯) ঘন ঘন রাম-নাম (বি)—বারংবার শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্য নাম।
(১০) উচ্চৈঃ-স্বরে (ক্রি-বিণ)—চেঁচাইয়া।

কিন্তু দুরাচার (১) ভূত নিবৃত্ত (২) না হয়,
যত দ্রুত চলে, তত সেও পিছে রয়;
পশ্চাতে দেখিতে ফিরে নাহি চায় মন,
বিশেষ ওঝার (৩) শাস্ত্রে দেখিতে বারণ (৪)!
দ্রুতপদ ছেড়ে শেষে দৌড়ে ঊর্দ্ধ-শ্বাসে (৫)
কি আপদ্ (৬)! তবু ভূত সঙ্গে সঙ্গে আসে!
হায়! আজি প্রাতঃকালে কোন্ পাপ-মতি (৭) (ক)
ঘটালে দেখায়ে মুখ এমন দুর্গতি (৮)? (ক)
এইরূপ কিছুকাল দৌড়িয়া কৃষক
অদূরে কুটীরে এক জ্বলিছে আলোক
পাইল দেখিতে; হৃদি আশার সঞ্চার,
পরিত্রাণ,—যদি মাঠ হ'তে পায় পার;

(১) দুরাচার (বিণ)—দুষ্ট। (২) নিবৃত্ত (বিণ)—ক্ষান্ত।

(৩) ওঝা (বি)—যে ভূত তাড়াইবার মন্ত্র জানে।

(৪) বারণ (বি)—নিষেধ।

(৫) ঊর্দ্ধ-শ্বাসে (ক্রি-বিণ)—বেদম হইয়া।

(৬) কি আপদ্—কি জ্বালা, কি বিপদ্।

(৭) পাপমতি (বিণ, এখানে বি)—পাপী।

(ক) অন্বয়:—"হায়......দুর্গতি"—হায়, আজি প্রাতঃকালে কোন্ পাপমতি মুখ দেখায়ে এমন দুর্গতি ঘটালে। অর্থ:—লোকে বলে, "প্রাতঃকালে পাপী লোকের মুখ দেখিলে বিপদ্ ঘটে"। আমি আজ কোন্ পাপী লোকের মুখ দেখিয়াছিলাম যে, আমার এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিল।

(৮) দুর্গতি (বি)—দুরবস্থা।

আশার প্রসাদে (১) পুনঃ সবল-শরীর (২),
ধনুক হইতে বেগে ছোটে যথা তীর, (ক)
তথা গিয়া উত্তরিল (৩) কুটীরের দ্বারে, (ক)
কহিল,—"কে কোথা ! রক্ষা করহ আমারে।
জলা থেকে ভূত মোর ধাইতেছে সাথে (৪),
দ্বার খোল, নয় প্রাণ যাবে তার হাতে।"
শশ-ব্যস্ত (৫) গৃহ-স্বামী (৬) আসি' বহির্দ্বারে (৭)
ভয়-ত্রস্ত (৮) কৃষকে (৯) পাইল দেখিবারে ;
সঘনে (১০) নিশ্বাস বহে, কম্পিত শরীর,
দেহ হ'তে টস্ টস্ ঝরে স্বেদ-নীর (১১)।

(১) প্রসাদে (বি)—অনুগ্রহে।

(২) সবল-শরীর (বিণ)—সবল (বলবান্) শরীর (দেহ) যার।

(ক) অর্থ :—"ধনুক......দ্বারে"—ধনুক হইতে বাণ ছুঁড়িলে তাহা যেমন তাড়াতাড়ি যায়, কৃষকও সেইরূপ তাড়াতাড়ি কুটীরের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল।

(৩) উত্তরিল (ক্রি)—উপস্থিত হইল।

(৪) সাথে—সঙ্গে।

(৫) শশ-ব্যস্ত (ক্রি-বিণ)—তাড়াতাড়ি।

(৬) গৃহ-স্বামী (বি)—বাড়ীর কর্ত্তা।

(৭) বহির্দ্বারে (বি)—বাটীর বাহিরে।

(৮) ভয়-ত্রস্ত (বিণ)—ভীত। (৯) কৃষকে (বি)—চাষাকে।

(১০) সঘনে (ক্রি-বিণ)—ঘন ঘন।

(১১) স্বেদ-নীর (বি)—ঘামের জল।

কৃষ্ণবর্ণা গাভী এক পশ্চাতে তাহার
হেঁট মুখে দূর্ব্বা-ক্ষেত্রে খুঁজিছে আহার।
"ভয় কি তোমার? কেন ভয় অকারণ?
ভূত নয়, গাভী এটা কর নিরীক্ষণ (১)।
জোয়ান (২) শরীর তব, তবু এত ভয়?
উপকথা (৩) মাত্র ভূত, জানিও নিশ্চয়,"—
বলিয়া কুটীরবাসী (৪) সন্ন্যাসী (৫) সুজন (৬)
করিলেন কৃষকের আতঙ্ক-ভঞ্জন (৭)।
পশ্চাতে দেখিয়া গাভী দূরে গেল ভয়,
আপনারি গাভী দেখি' মানিল বিস্ময়।
ভয় গিয়া লজ্জা তার জন্মিল অন্তরে,
একাকী গাভীরে ল'য়ে উত্তরিল ঘরে।
অতঃপর (৮) অপ্রকৃত (৯) ভূতের কথায়
কদাপি (১০) কৃষক-মনে প্রত্যয় (১১) না যায়।

(১) নিরীক্ষণ কর (ক্রি)—দেখ।
(২) জোয়ান (বিণ)—বলবান্। (৩) উপকথা (বি)—গল্প।
(৪) কুটীরবাসী (বিণ)—যিনি কুঁড়ে ঘরে বাস করেন।
(৫) সন্ন্যাসী (বিণ)—যিনি সংসার ত্যাগ করিয়াছেন।
(৬) সুজন (বি)—ভাল লোক।
(৭) আতঙ্ক-ভঞ্জন করিলেন—ভয় দূর করিলেন।
(৮) অতঃপর (ক্রি-বিণ)—ইহার পর।
(৯) অপ্রকৃত (বিণ)—মিথ্যা। (১০) কদাপি (অ)—কখনও।
(১১) প্রত্যয় (বি)—বিশ্বাস।

প্রশ্নাবলী।

(২৩) পলায়িত গাভী।

১। বানান কর, অর্থ বল ও পদ-পরিচয় দাও :—পয়স্বিনী, নিপট, ভয়হারী, ঊর্দ্ধ-শ্বাসে, প্রসাদে, আতঙ্ক-ভঞ্জন।

২। অন্বয় কর ও অর্থ বল :—

(ক) হায় আজি……দুর্গতি।

(খ) ধনুক হইতে……কুটীরের দ্বারে।

৩। গল্পটী আপনার কথায় বল।

৪। এই গল্পটী পড়িয়া কি নীতি-শিক্ষা করিলে ?

(২৪) ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি।

দয়ার সাগর সর্ব্ব-গুণা-কর (১)
যিনি অখিলের (২) স্বামী (৩) ;
যাঁহার ইচ্ছায় জীব-সমুদায়
জন্ম-মৃত্যু-অনুগামী (৪) ;

(১) সর্ব্ব-গুণাকর (বি)—সকল গুণের আধার।

(২) অখিলের (বিণ, এখানে বি)—সমস্ত জগতের।

(৩) স্বামী (বি)—কর্ত্তা।

(৪) জন্ম-মৃত্যু-অনুগামী (বিণ)—জন্ম ও মৃত্যুর অধীন।

যাঁর কৃপা-বলে, গ্রহ-গণ চলে,
রবি শশী দেয় কর,
জীবের জীবন রাখিতে পবন (১) (ক)
সঞ্চরিছে (২) নিরন্তর ; (ক)
যাঁর অনুমতি -ক্রমে (৩) বসুমতী (৪)
জীবগণে ধরি বুকে
জননীর মত স্নেহে অবিরত
আহার দিতেছে সুখে।
পালা-ক্রমে (৫) ছয় ঋতুর উদয়,
আজ্ঞায় (৬) অবনী (৭) 'পরে,
পদার্থ সকল যাঁহার কৌশল
অবিরল (৮) ব্যক্ত (৯) করে।

---

(১) পবন (বি)—বাতাস।

(ক) অর্থঃ—"জীবের......নিরন্তর":—পবন জীবের জীবন রাখিতে নিরন্তর সঞ্চরিছে।

(২) সঞ্চরিছে (ক্রি)—সঞ্চরণ করিতেছে, চলিতেছে।

(৩) অনুমতি-ক্রমে (বি)—অনুমতি-অনুসারে।

(৪) বসুমতী (বি)—পৃথিবী।

(৫) পালা-ক্রমে (ক্রি-বিণ)—পালা-অনুসারে, একটীর পরে একটী।

(৬) আজ্ঞায় (বি)—আদেশে, হুকুমে।

(৭) অবনী (বি)—পৃথিবী।

(৮) অবিরল (ক্রি-বিণ)—সর্ব্বদা।

(৯) ব্যক্ত (বিণ)—প্রকাশিত।

ন্যায়বান্ (১) ভূপ (২) যাঁহার স্বরূপ
কেবা কোথা আছে আর,
নিয়ম-নিচয় (৩) মঙ্গল-আলয় (৪)
সর্ব্ব-সুখ মূলাধার (৫)।
দীন (৬) ধনবান্, যাঁহার কল্যাণ (৭)
সম-অধিকারী (৮) পেতে ;
কলুষ-কলাপ (৯) করিতে আলাপ (১০) (ক)
নিকটে পারে না যেতে। (ক)

(১) ন্যায়বান্ (বিণ)—যিনি যথার্থ কাজ করেন।

(২) ভূপ (বি)—রাজা।

(৩) নিয়ম-নিচয় (বি)—নিয়ম সকল।

(৪) মঙ্গল-আলয় (বি)—মঙ্গলের আধার ; যাঁহাতে সকল মঙ্গল রহিয়াছে।

(৫) মূলাধার (বি)—প্রথম পাত্র। সর্ব্ব-সুখ—মূলাধার—ঈশ্বরের নিকটেই সমস্ত সুখ রহিয়াছে ; তাঁহারই নিকট হইতে সব সুখ পাওয়া যায়।

(৬) দীন (বিণ)—দুঃখী।

(৭) কল্যাণ (বি)—মঙ্গল।

(৮) সম-অধিকারী (বিণ)—সমান অধিকারী।

(৯) কলুষ-কলাপ (বি)—পাপ-সমূহ।

(১০) আলাপ করিতে (ক্রি)—কথা কহিতে।

(ক) অর্থ :—"কলুষ-কলাপ..... যেতে"—তাঁহার নিকটে পাপ সকল কিছুতেই যাইতে পারে না।

তাঁর প্রতি মন করিয়া অর্পণ
সদা কাল হর সবে;
দুঃখ দূরে যাবে, মনে সুখ পাবে,
সদা (১) নিরাতঙ্কে (২) রবে।

(দ্বারকানাথ অধিকারী)

প্রশ্নাবলী।

(২৪) ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি।

১। বানান কর, অর্থ বল ও পদ-পরিচয় দাও:—সর্ব্ব-গুণাকর, জন্ম-মৃত্যু-অনুগামী, বসুমতী, সম-অধিকারী এবং কলুষ-কলাপ।

২। অন্বয় কর ও অর্থ বল:—

(ক) জননীর .....সুখে।

(খ) পদার্থ সকল ...আছে আর।

৩। ঈশ্বরকে ভক্তি করা উচিত কেন?

৪। ঈশ্বর আমাদের জন্য কি করেন?

(১) সদা - সর্ব্বদা।

(২) নিরাতঙ্কে (ক্রি-বিণ)—নির্ভয়ে, নির্ভাবনায়

সমাপ্ত।